ভগবৎ-দর্শন

হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ ● **সম্পাদক** শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ● **সহ-সম্পাদক** শ্রী নিতাই দাস ও সনাতনগোপাল দাস ● **সম্পাদকীয় পরামর্শক** পুরুষোত্তম নিতাই দাস ● **অনুবাদক** স্বরাট মুকুন্দ দাস ও শরণাগতি মাধবীদেবী দাসী ● **প্রুফ সংশোধক** সনাতনগোপাল দাস ● **ডিটিপি** তাপস বেরা ● **প্রচ্ছদ** জহর দাস ● **হিসাব রক্ষক** জয়ন্ত চৌধুরী ● **গ্রাহক সহায়ক** জিতেন্দ্রিয় জনার্দন দাস ও ব্রজেশ্বর মাধব দাস ● **সৃজনশীলতা** রঙ্গীগৌর দাস ● **প্রকাশক** ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে **সত্যদর্শী নন্দা** দ্বারা প্রকাশিত

অফিস অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয় রোড, ফ্ল্যাট ১-বি, কলকাতা ৭০০০১৯,
মোবাইল ৯০৭৩৭৯১২৩৭
মেলঃ btgbengali@gmail.com

বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(বুক পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ২৫০ টাকা, ২ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(রেজিষ্ট্রি পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(ক্যুরিয়ার সার্ভিস)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা (কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে), ১ বছরের জন্য - ৭২০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গের বাইরে) ● **মানি অর্ডার উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠান অথবা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আপনার গ্রাহক ভিক্ষার টাকা জমা করুন।**

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক (কোলকাতা প্রধান শাখা)
৭, শেক্সপিয়ার সরণী, কোলকাতা
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর - ০০৫০১০১০০৩২৯৪৩৯
আই.এফ.এস.সি - UTIB 0000005
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম - ইসকন

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা গ্রাহক ভিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
আপনার প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর পেতে হলে আপনার সাম্প্রতিক গ্রাহক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আট সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩

২০২১ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

৪৫ তম বর্ষ ■ ৩য় সংখ্যা ■ মধুসূদন ৫৩৫ ■ মে ২০২১

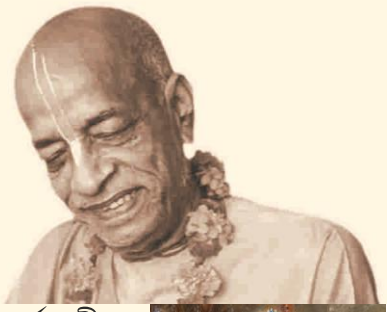

বিষয়-সূচী

৩ প্রতিষ্ঠাতার বাণী

ইন্দ্রিয়ের দাস

কৃষ্ণের একটি নাম হৃষীকেশ, "ইন্দ্রিয় সকলের স্রষ্টা এবং প্রভু"। সেইহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের সেবা প্রদান করা উচিত। হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে।

৬ আচার্য বাণী

ভগবানের নামের কি মাহাত্ম্য ?

ভগবানের দিব্য নাম জপের মাধ্যমে আমরা তাঁর অপ্রাকৃত রূপ, চিন্ময় ধাম, দিব্য গুণাবলী, দিব্য কর্ম এবং তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের সম্বন্ধে জানতে পারি। যখন কেউ দিব্য জ্ঞান লাভ করে তখন সে অনুভব করে যে, সমস্ত কিছুর মালিক ভগবান।

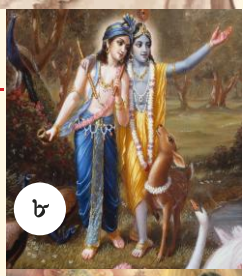

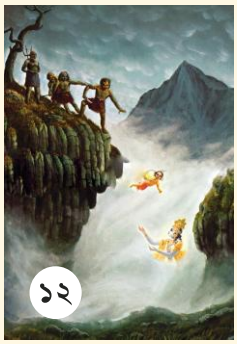

১০ সাময়িক প্রসঙ্গ

এক বিদ্রোহী পিতার বিদ্রোহী পুত্র

পরমেশ্বর ভগবান কারোর প্রতি বৈষম্য করেন না। তিনি কারোর প্রতি ঈর্ষা করেন না। তিনি নিরপেক্ষ। তিনি সকলের প্রতি সমান কিন্তু তিনি নিজে বলেছেন, 'যারা ভক্তিপূর্বক আমাকে ভজনা করেন। তারা আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও তাদের মধ্যে বাস করি।'

১৪ শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাথমিক আলোচনা

যিনি ভগবানের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণ যুক্ত করেছেন তিনি হলেন কর্মযোগী। তাই তিনি সমস্ত কর্ম করেও কর্মবন্ধনে লিপ্ত হন না। কারণ তিনি সমস্ত কর্মের ফল পরমেশ্বর ভগবানকে অর্পণ করে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করেন, তাই কোন পাপও তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

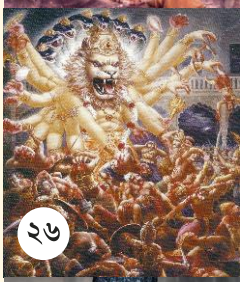

১৮ পরিচয়

ধারাবাহিক ভাগবত শ্রবণ

মহামুনি ব্যাসদেব তাঁর দিব্য চক্ষুর দ্বারা কলি যুগের দুরবস্থা দর্শন করেছিলেন। জ্যোতিষী যেমন মানুষের ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারেন, অথবা জ্যোতির্বিদ যেমন সূর্যগ্রহণ অথবা চন্দ্রগ্রহণের দিনক্ষণ ঘোষণা করতে পারেন, তেমনি শাস্ত্র জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্ত পুরুষেরা সমস্ত মানব সমাজের ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারতেন।

২৩ শাস্ত্র কথা

ব্রহ্মসংহিতা

সূর্য যেমন একটি বিশেষ স্থানে অবস্থান করলেও তার রশ্মি বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়, তেমনই পরমতত্ত্ব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর শক্তি বা রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্ম অন্তহীনভাবে বিচ্ছুরিত হয়।

২৫ প্রচ্ছদ কাহিনী

প্রহ্লাদ মহারাজের প্রার্থনা

কোনও সুন্দর ব্যক্তি যখন আয়নাতে মুখ দেখে, তখন আয়নার কোনও উপকার হয় না। ঠিক তেমনি ভগবানের সেবা করলে ভক্তেরই কল্যাণ সাধিত হয়। ভগবানের কারও সেবার প্রয়োজন হয় না। তবে ভক্তের কল্যাণের জন্য ভগবান ভক্তের প্রদত্ত সেবা গ্রহণ করেন।

বিভাগ

৯ আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর

কারও অভিশাপ বা আশীর্বাদ সত্য হয় কিনা ?

১৩ অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ

মুগ পটল

২০ ইসকন সমাচার

শ্রীধাম মায়াপুরে ২০২১ গৌর পূর্ণিমা উৎসবের শুভ উদ্বোধন

২৯ ছোটদের আসর

নদী শুকালে পার হব

৩১ ভক্তি কবিতা

শ্রীগৌরধাম সেবা

আমাদের উদ্দেশ্য

● সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা। ● জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। ● বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। ● বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। ● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। ● সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

সম্পাদকীয়

সর্বোচ্চ শাসক যার জীবন শোচনীয় এবং মৃত্যু দুঃখদায়ক

পৃথিবীর সকল ঐশ্বর্য হিরণ্যকশিপুর নিকট থাকা সত্ত্বেও তা তার আনন্দ ক্রয়ের জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। বিশ্বের সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি সর্বদা নিরাপত্তাহীন ছিলেন। সবাই তার ভয়ে ভীত ছিল তথাপি তিনি ভয়ে থাকতেন।

সমগ্র বিশ্বকে তিনি জয় করেছিলেন কিন্তু তিনি সর্বদা তার দুই প্রভু তার মন এবং ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী ছিলেন। তার ধূর্ত মন তাকে বুঝিয়েছিল যে তিনি অমরত্ব লাভ করে অনন্তকাল ধরে এই বিশ্বকে সীমাহীনভাবে শাসন করতে পারবেন এবং সেই মন হিরণ্যকশিপুকে অধিক জড়জাগতিক ঐশ্বর্য সংগ্রহ করতে উৎসাহিত করত।

একমাত্র হিরণ্যকশিপুই তার মন এবং ইন্দ্রিয়ের শিকার হননি। এই পৃথিবীর সকল মহান বিজেতাই এর শিকার হয়েছেন। আমরাও সর্বদা আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষা এবং চাহিদার দ্বারা তাড়িত হই। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে, কেউ এখানে চিরকাল জীবিত থেকে উপভোগ করতে পারে না। ইন্দ্রিয় সকল বিষধর সরীসৃপের ন্যায় সর্বদা আমাদের অস্তিত্বের প্রতি ভীতিপ্রদর্শন করে। যত অধিক আমরা তাদের সন্তুষ্টি বিধান করি, তারা ততই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। আমরা যতই তাদের সন্তুষ্ট করি না কেন তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না। আমরা দিবারাত্রি কঠিন পরিশ্রম করে আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য বস্তু ক্রয় করি এই আশায় যে তারা সন্তুষ্ট হবে। কিন্তু তা কখনোই হয় না।

হিরণ্যকশিপু কয়েক হাজার বৎসরব্যাপী তপস্যা করেছিলেন এবং এই বিশ্বের সকল বস্তু সংগ্রহ করেছিলেন কিন্তু তথাপি তার মন ও ইন্দ্রিয় সকল সন্তুষ্ট হয়নি, তারা কখনও তাকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি, তাঁর জীবনকে তারা নরকে পরিণত করেছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করেছেন, ''যদি কেউ নরকে যেতে চায় তাকে অনেক প্রচেষ্টা করতে হবে, কিন্তু যদি সে ভগবৎধামে, গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে চায়, সেখানে কোন কঠিন প্রচেষ্টা নেই।'' (ভা ৭.৭.৩৮ তাৎপর্য)

আমাদের অনিয়ন্ত্রিত মন এবং অপবিত্র ইন্দ্রিয় সকল সারা জীবন ধরে আমাদের কঠিন পরিশ্রম করতে বাধ্য করে। যত প্রচেষ্টাই আমরা করি না কেন আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়াদি আরও অধিক চাহিদা প্রদর্শন করে এবং কখনই আমাদের আনন্দ প্রদান করে না।

কিন্তু ভগবানের ভক্ত হওয়া সহজ। ভক্তিযোগ অভ্যাস করা অত্যন্ত সহজ। আমাদের হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্ররূপে ভগবানের নাম জপ করতে হবে এবং পবিত্র শাস্ত্র সকল দ্বারা নির্ধারিত পথে জীবনযাপন করতে হবে। যদি দৃঢ়ভাবে আমরা ভগবানের ভক্তিযোগ অভ্যাসে আমাদের মন এবং ইন্দ্রিয়কে ব্যবহার করি তাহলে পরমেশ্বর ভগবান যিনি হৃষীকেশ নামে পরিচিত, ইন্দ্রিয় সকলের প্রভু, তিনি আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ করে তাদের পরিশুদ্ধ করেন। আমাদের মন এবং ইন্দ্রিয় সকল আর আমাদের দুঃখের কারণ না হয়ে পরিবর্তে আমাদের গভীর আনন্দ প্রদান করবে।

সর্বোচ্চ শাসক, হিরণ্যকশিপুর জাগতিক পদ এবং সম্পদ কখনই তার ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে সফল হয়নি। তিনি শোচনীয়ভাবে জীবন অতিবাহিত করে করুণ মৃত্যু লাভ করেন। তাঁর পুত্র প্রহ্লাদ তার মন ও ইন্দ্রিয়কে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম জপ এবং মহিমা কীর্তনে ব্যবহার করেন এবং তিনি এই পৃথিবীতে আনন্দে জীবন যাপন করে ইহলোক ত্যাগের পর পরমেশ্বর ভগবানের ধামে গমন করেন।

সুতরাং আমাদের খামখেয়ালী মন ও ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব না করে পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত হওয়া উচিত। যদি আমরা হিরণ্যকশিপুর পদাঙ্ক অনুসরণ করি আমরা নিশ্চিতরূপে যন্ত্রণা ভোগ করব। যদি প্রহ্লাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করি আমরা নিশ্চিতরূপে উপভোগ করব। নির্বাচনের দায়িত্ব আমাদের।

—পুরুষোত্তম নিতাই দাস

প্রতিষ্ঠাতার বাণী

১৯৭৪ সালের ২৩শে মার্চ বম্বেতে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের সাথে ডাঃ চতুর্ভাই পি. প্যাটেলের এই নিম্নলিখিত কথোপকথনটি হয়।

ইন্দ্রিয়ের দাস

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

ডাঃ প্যাটেল ঃ একদিন সকালে যখন এক যুবতী মহিলা আপনাকে বললেন 'আমি চিকিৎসাবিদ্যা অভ্যাস করছি এবং মানুষের সেবা করছি' আপনি প্রত্যুত্তরে বললেন, "তুমি নিমিত্ত মাত্র"।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, উনি সেবা করছেন না। অবশ্যই যেমন তারা বলে "প্রত্যেকে সেবা করছেন"—অর্থের জন্য সেবা। প্রত্যেকে সেবা করছেন, কিন্তু যতক্ষণ তিনি বেতন পাচ্ছেন, সেবা হচ্ছে। সেটি সেবা নয়। প্রত্যেকেই এই জড়জগতে কারোর সেবা করছে। কারণ প্রকৃতিগতভাবে সে একজন সেবক।

ডাঃ প্যাটেল ঃ তিনি সবাইকে সেবা করছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ না, না। যেমন ইংরাজী প্রবাদে বলে, "প্রত্যেকের সেবক কারোর সেবক হয় না।" যাইহোক সেবা করা প্রয়োজন। সেবা না করে আপনি থাকতে পারবেন না। সেটি অসম্ভব। আমাদের প্রত্যেকেই কারোর না কারোর সেবা করছি। কিন্তু এই জড়জাগতিক সেবার ফল ভিন্ন। পূর্বে আমি এই উদাহরণটি দিয়েছি যে মহাত্মা গান্ধী এত সেবা করেছেন। কিন্তু তার ফলস্বরূপ তাকে প্রাণ হারাতে হলো। তিনি নিহত হলেন। যে লোকটি তাকে হত্যা করেছিল সে ভাবেনি, 'ওহ, এই বৃদ্ধ

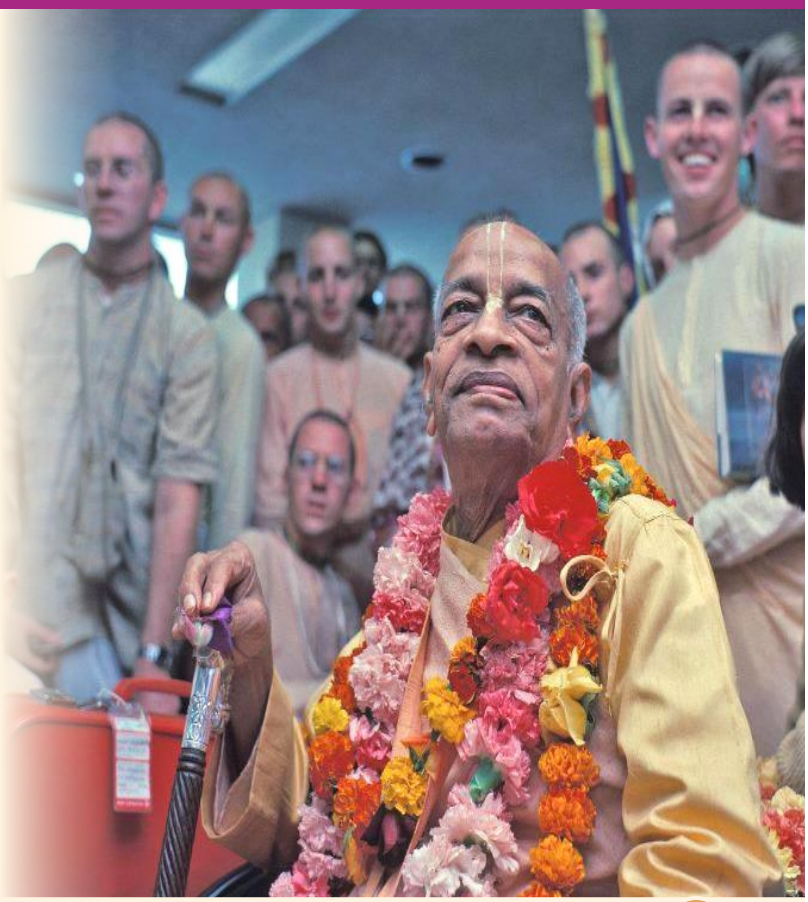

ভদ্রলোক আমাদের এত সেবা করেছেন। যদিও আমি তার সঙ্গে সহমত হতে পারছি না, কেমন করে আমি তাকে হত্যা করতে পারি?' কিন্তু মানুষ খুব অকৃতজ্ঞ --- দেখুন? --- যত সেবাই আপনি করুন না কেন, তারা কখনও সন্তুষ্ট হয় না।

ডাঃ প্যাটেল ঃ গান্ধীর সেবা তিনি প্রদত্ত কর্ম করেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ প্রকৃতপক্ষে না। কিন্তু সর্বপ্রথমে, আমাদের জানতে হবে সেবার সংজ্ঞা কি? সেবা মানে একজন ভৃত্য থাকবে এবং একজন প্রভু থাকবে। সেবা হলো তাদের মধ্যে আদান প্রদান। কিন্তু আমরা অনেকজন প্রভুর দাসত্ব স্বীকার করেছি। পত্নী প্রভু, পরিবার প্রভু, দেশ প্রভু, সাংবিধানিক প্রভু, এই প্রভু, ঐ প্রভু—দেখুন? আমরা সেবা করছি। ''ওহ, এটি আমার কর্তব্য। আমি সেবা দিচ্ছি।'' কিন্তু এই প্রভুদের কাউকে জিজ্ঞাসা করুন, ''আপনি কি সন্তুষ্ট হয়েছেন? তিনি বলবেন ''তুমি কি করেছ?''

ডাঃ প্যাটেল ঃ প্রভু কখনও তুষ্ট হয় না।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ না। এই সকল নিজের দ্বারা সৃষ্ট প্রভুরা কখনো সন্তুষ্ট হয় না। প্রকৃতপক্ষে তাদের সেবা করার মাধ্যমে আমরা নিজেদের ইন্দ্রিয়গুলিকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করি। সেইজন্য আমি আমার পত্নীকে নয়—আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সেবা করছি। সুতরাং বাস্তবিক আমরা আমাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়ের দাস। আমরা অন্য কারোর দাস নই। এই হলো আমাদের জাগতিক স্থিতি। হ্যাঁ, প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের দাস।

স্বাভাবিকভাবে আমি একজন দাস, কিন্তু এই মুহূর্তে জড়জাগতিক প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে আমি আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে সেবা দিচ্ছি। কিন্তু আমার ইন্দ্রিয়গুলি স্বাধীন নয়। তারা সম্পূর্ণরূপে পরাধীন। উদাহরণ স্বরূপ, আমি এখন আমার হাত নাড়াচ্ছি, যদি আমার হাতের প্রকৃত প্রভু, কৃষ্ণ একে পক্ষাঘাত গ্রস্ত করেন—আর নাড়ানো যাবে না। আমিও আমার হাতের নাড়ানোর ক্ষমতা ঠিক করতে পারব না। কিন্তু যদিও আমি দাবী করছি আমি আমার হাত, পা ইত্যাদির প্রভু, প্রকৃতপক্ষে তা নই। প্রভু হচ্ছেন স্বতন্ত্র।

কৃষ্ণের একটি নাম হৃষীকেশ, ''ইন্দ্রিয় সকলের স্রষ্টা এবং প্রভু''। সেইহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের সেবা প্রদান করা উচিত। হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে—আমরা বিভিন্ন ভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের সেবা করার চেষ্টা করি, কিন্তু যখন আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের প্রভু কৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত থাকি, তখন আমরা ভক্তি সেবার পারমার্থিক সন্তুষ্টি প্রাপ্ত হই। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিমূলক সেবা। কিন্তু এটি জড় ইন্দ্রিয়ের সেবা নয়—এটি ইন্দ্রিয়গুলির জীবন্ত প্রভুর সেবা। এই হলো প্রকৃত সন্তোষ। সেইহেতু গঠনমূলকভাবে আমি একজন দাস। আমি প্রভু হতে পারি না। আমার স্থিতিই সেবকের এবং যদি আমি ইন্দ্রিয়সমূহের প্রভুর সেবা না করি, তাহলে ইন্দ্রিয়ের সেবা করতে হবে এবং অসন্তুষ্ট থাকব।

ডাঃ প্যাটেল ঃ এখন বিষয় হলো যে প্রতিটি মানুষের পত্নী, পরিবার, দেশ এবং সরকারের প্রতি কর্তব্য আছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ।

ডাঃ প্যাটেল ঃ আমাদের বিভিন্ন প্রকার দেহ ও ইন্দ্রিয় রয়েছে এবং তা আমাদের বিভিন্ন প্রকার কর্তব্যে নিযুক্ত করে। একজন মানুষ পুরোহিত বা শিক্ষক, কেউ একজন প্রশাসক বা সৈন্য, কেউ একজন কৃষক বা ব্যবসায়ী এবং কেউ একজন শ্রমিক বা কারিগর। এবং যখন এক ব্যক্তি ফলের আশা না করে কর্তব্য করে, সেটিও ভগবানের সেবার মতোই ভালো।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ না, না, ফলের আশাই যথেষ্ট নয়। আপনাকে তার থেকেও আরো বেশী করতে হবে। আপনাকে ফল শ্রীকৃষ্ণকে অর্পন করতে হবে। আপনাকে প্রদত্ত কর্তব্য

কর্মগুলির ফল শ্রীকৃষ্ণকে অর্পন করতে হবে। আপনি এক মিলিয়ন ডলার আয় করতে পারেন, কিন্তু সেটি সম্পূর্ণরূপে নিজে গ্রহণ করে আপনার পরিবারের বিলাসে খরচ করবেন না। এই ফল শ্রীকৃষ্ণকে অর্পন করুন। এই হলো প্রকৃত সেবা।

যেমন আপনি একজন ডাক্তার। সুতরাং আপনার আয় শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করুন। তারপর আপনি শুদ্ধ হবেন। আমাদের শুধু দেখতে হবে যে আমাদের কাজের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা। শ্রীকৃষ্ণ বলেন যৎকরোষি ---"তুমি যা কর"। তৎকুরুষ্ব মৎ-অর্পণম্—সেই সমস্ত আমাকে সমর্পন কর।" (শ্রীল প্রভুপাদ হাস্য করলেন) এবং লোক বলে না, না, না, মহাশয়। আমি আপনার সেবা করছি, কিন্তু অর্থ আমার পকেটে থাক্।"

ডাঃ প্যাটেল ঃ সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের। কেমন করে আপনি কিছু দিতে পারেন? এমনকি একটি পাতাও?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ ওহ্ হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু যেমন এই ছেলে মেয়েরা দিচ্ছে। এরা এদের সারাজীবন দিচ্ছে। এরা আমার কাছে অর্থও চায় না "প্রিয় মহাশয়, দয়া করে আমাকে কিছু অর্থ দিন, আমি সিনেমায় যাব।" তারা সেবা করছে এবং তারা সব দিয়েছে। এই হলো সেবা। তারা দরিদ্র নয়। তারা আয় করছে, কিন্তু সবই শ্রীকৃষ্ণের জন্য।

যদি আপনি আপনার আয় আংশিক বিভাজন করেন—"কিছু শতাংশ শ্রীকৃষ্ণের জন্য, কিছু শতাংশ আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য"—তারপর শ্রীকৃষ্ণ বলেন, যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্-"যারা যেভাবে আমার প্রতি আত্মসমর্পন করে আমি তাদেরকে সেভাবেই পুরস্কৃত করি।"

> কৃষ্ণের একটি নাম হৃষীকেশ, "ইন্দ্রিয় সকলের স্রষ্টা এবং প্রভু"। সেইহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের সেবা প্রদান করা উচিত। হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে।

শ্রীকৃষ্ণ আপনার জন্য একশ শতাংশ থাকবেন। এবং যদি আপনি এক শতাংশ শ্রীকৃষ্ণের জন্য দেন, তিনিও আপনার জন্য এক শতাংশ থাকবেন। প্রতিক্রিয়াশীল সহযোগিতা।

এই ছেলেমেয়েরা শ্রীকৃষ্ণকে সবকিছু সমর্পন করেছে বলেই এই আন্দোলন সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। সেইজন্যেই এত দ্রুত অগ্রসর হয়েছে। এরা ব্যক্তিগত কোনকিছু সম্বন্ধে চিন্তাই করে না। শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সেবা। সংসিদ্ধিঃ হরিতোষণম্---পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টিবিধান করাই হচ্ছে স্বধর্মের চরম ফল।

ভগবানের নামের কি মাহাত্ম্য?

শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ

বৈদিক গণনা অনুযায়ী মহান সময়ের ব্যবধানটিকে যুগ অথবা কাল দ্বারা পরিমাপ করা হয়। বেদ চারটি যুগের বর্ণনা করে। সত্য যুগ, ত্রেতা যুগ, দ্বাপর যুগ এবং কলি যুগ যারা ক্রমানুযায়ী বৃত্তাকারে ঋতুর ন্যায় আবর্তিত হতে থাকে। সত্য যুগের স্থিতিকাল ১৭,২৮,০০০ বছর, ত্রেতা যুগের স্থিতি কাল ১২,৯৬,০০০ বছর; দ্বাপর যুগের স্থিতিকাল ৮,৬৪,০০০ বছর এবং কলি যুগের স্থিতিকাল ৪,৩২,০০০ বছর।

সত্য যুগের মানুষেরা ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক। তারা কখনোই কোন পাপাচার করতেন না। ত্রেতা যুগে তারা অধিক রূপে পাপময় জীবনের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং দ্বাপর যুগে সেটি অধিকতর হয় এবং পরিশেষে কলিযুগে ধর্মহীনতা পরিপূর্ণ রূপে প্রভুত্ব করতে থাকে। কলিযুগ হচ্ছে যুগ ঋতুর শীতকাল।

বৈদিক শাস্ত্র প্রতিটি যুগের জন্য স্পষ্ট রূপে ধর্মানুসরণের নির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে। সত্য যুগে ভগবানের দিব্য রূপের ধ্যানের পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, ত্রেতা যুগে ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করার কথা বলা হয়েছে, দ্বাপর যুগে নিষ্ঠার সঙ্গে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ পূজনের কথা বলা হয়েছে এবং কলিযুগে ভগবানের দিব্য নাম জপের কথা বলা হয়েছে। পরম করুণাময় ভগবান প্রত্যেক যুগে ভগবদ্ ভজনের পদ্ধতিটি সরল করে দিয়েছেন, কারণ মানুষ পাপময় জীবনে অধিক লিপ্ত হওয়ার কারণে তাদের গুণাবলী হ্রাস প্রাপ্ত হয়েছে।

বর্তমান যুগটি কলিযুগ, চারটি যুগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধঃপতিত যুগ। আমরা আমাদের জীবদ্দশাতেই দেখতে পাই মানুষ কিভাবে পাপাচারে অধিক লিপ্ত হচ্ছে। মাংসাহার, জুয়া, নেশা ও অবৈধ সঙ্গ যেগুলি পাপময় জীবনের স্তম্ভ সেগুলি সর্বত্র নিরন্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যতই এই সমস্ত অসদাচরণগুলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে ততই এই জগত অধিক থেকে অধিকতর দুর্দশাগ্রস্ত হচ্ছে।

সমস্ত শাস্ত্রই এই দুর্দশা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম জপের পরামর্শ প্রদান করেছে। শ্রীমদ্ভাগবতম বর্ণনা করছে যে এই যুগের একমাত্র উত্তম পন্থা হচ্ছে জপ। প্রভু যীশু বলেছেন, পরম

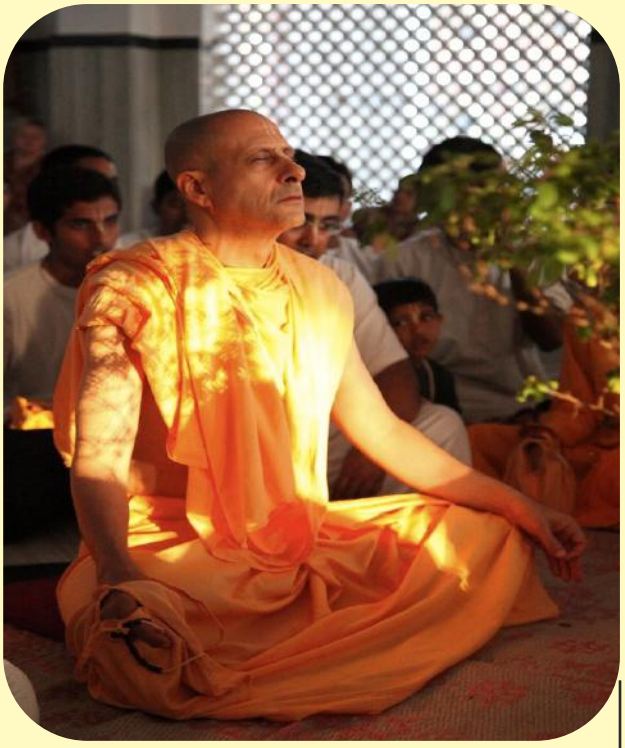

পিতার মহিমা কীর্তন কর। অনুরূপভাবে মহম্মদ বলেছেন, ''একমাত্র আল্লাহরই মহিমা কীর্তন করা উচিত। এই নির্দেশগুলি সমগ্র বিশ্বের মহান ধর্মগুলির মাধ্যমে বারবার প্রদান করা হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে। ভগবানের নামে এমন কি বিশেষ মহিমা আছে? ভগবানের আমাদের মতো কোন নাম নেই যেগুলি শুধুমাত্র আমাদের ভৌতিক পরিচয় নির্ধারণ করার জন্য পার্থিব শব্দ তরঙ্গে পূর্ণ। ভগবানের সে রকম কোন পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। তাঁর কোন ভৌতিক পরিচয় নেই। তিনি সম্পূর্ণ চিন্ময়, কিন্তু তাঁর দিব্য, অসীম গুণাবলী এবং লীলা সমূহের নিমিত্ত তাঁর অগণিত নাম বর্তমান।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বাইবেলে তাঁকে ''সর্বশক্তিমান'' এবং ''সর্বশক্তিধর'' নামে বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সংস্কৃত বৈদিক শাস্ত্রে তাঁর অগণিত নাম বর্তমান। যেমন কৃষ্ণ নামটির অর্থ হলো ''সর্বাকর্ষক'', রাম নামের অর্থ হলো ''পরমানন্দ প্রদানকারী''।

কারণ ভগবানের কোন জড়জাগতিক গুণাবলী নেই, তাঁর নাম কোন পার্থিব শব্দ নয়। এটি চিন্ময় এবং তাঁর থেকে অভিন্ন। যেহেতু ভগবান স্বয়ং পরম ও দিব্য, তাই তাঁর নামও পরম এবং দিব্য। আমরা যখন জপ শুরু করি, হতে পারে যে প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের জড় জাগতিক কলুষিত চেতনার কারণে আমরা তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারলাম না। কিন্তু তিনি যেহেতু পরম পুরুষোত্তম ভগবান, তাঁর দিব্য নাম জপই হচ্ছে প্রার্থনার অন্তরঙ্গ এবং গভীর রূপ। যদি আমরা ঐকান্তিক ভাবে জপ অভ্যাস করি তাহলে অতি সত্ত্বর আমরা ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারবো।

বৈদিক শাস্ত্রে ভগবানের নিমিত্ত বহু মন্ত্র ও প্রার্থনা বিদ্যমান। কিন্তু মহামন্ত্রটি হচ্ছে একমাত্র মহান প্রার্থনা। সেই প্রার্থনাটি হলো, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। যা ভগবানের মহত্ত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকে সম্বোধন করে; কৃষ্ণ যিনি সকলকে আকর্ষণ করেন, রাম যিনি পরমানন্দ প্রদানকারী। এর অর্থ হলো, 'হে সর্বাকর্ষক পরম পুরুষোত্তম ভগবান! অনুগ্রহ করে আমাকে এই জড় জীবন থেকে মুক্তি প্রদান করুন। দয়া করে আপনি আমায় আপনার প্রেমময়ী সেবাতে নিযুক্ত করুন।'

প্রার্থনাগুলি হলো আমাদের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ভগবানের নিকট আবেদন, জড় চেতনায় আমাদের প্রার্থনাগুলি হলো, 'ভগবান আমাকে খাদ্য দাও; আমায় অর্থ দাও'। কিন্তু পারমার্থিক জীবনে নিজের জন্য এটা সেটা চাওয়ার পরিবর্তে সে তার কাছে যা আছে সবই ভগবানকে নিবেদন করতে চায়। সে শুধুমাত্র তাঁর সেবা

ভগবানের দিব্য নাম জপের মাধ্যমে আমরা তাঁর অপ্রাকৃত রূপ, চিন্ময় ধাম, দিব্য গুণাবলী, দিব্য কর্ম এবং তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের সম্বন্ধে জানতে পারি। যখন কেউ দিব্য জ্ঞান লাভ করে তখন সে অনুভব করে যে, সমস্ত কিছুর মালিক ভগবান।

করতে চায়। এই কারণেই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রটি হলো সর্বোত্তম প্রার্থনা। এটি ভগবানের নিকট কোন স্বার্থ সিদ্ধির বাসনা পোষণ করে না। এটি শুধুমাত্র ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিযুক্ত হওয়ার একটি সরল আবেদন।

তাঁর দিব্য নাম জপের শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই যুগে এক অত্যাশ্চর্য রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি যদিও নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, পরম ভোক্তা, সমগ্র ঐশ্বর্যের অধীশ্বর, তথাপি তিনি এই যুগে ভিক্ষু সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আবির্ভূত হন। তিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন, সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে পণ্ডিত, রাজা, এমন কি ভিক্ষুকদেরও দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে মহামন্ত্র জপের শিক্ষা দান করেন।

শ্রীচৈতন্য হচ্ছেন ভগবান, এটি কোন আবেগ নয় বা আমি তাঁর অনুগামী বলে বলছি সেটিও নয়। শ্রীমদ্ভাগবতম, মহাভারত এবং অন্যান্য প্রামাণিক শাস্ত্র তাঁর পরিচয় এবং তাঁর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বর্ণনা করে। সেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই যুগের যুগধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য আবির্ভূত হবেন। তাঁর আবির্ভাবকালে চৈতন্যমহাপ্রভু ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন যে, ভগবানের দিব্য নাম সংকীর্তন আন্দোলন সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে এবং আজ তা সত্যে পরিণত হয়েছে।

সমস্ত সাম্প্রদায়িক ধারণার ঊর্ধ্বে উঠে যদি কেউ শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত পরিচয় অনুধাবন করার প্রয়াস করে তা হলে অতি সহজেই তিনি যে পরম পুরুষোত্তম ভগবান এটি উপলব্ধি করা যাবে। ভগবান কোন ভৌগোলিক সীমা পরিসীমাতে আবদ্ধ নন ভগবান যেখানেই আবির্ভূত হোন না কেন, যদি আমরা তাঁর নির্দেশ মেনে চলি আমরা অবশ্যই লাভবান হব।

আজ, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, পাশ্চাত্য দুনিয়া যীশুখ্রীষ্টকে অনুসরণ করে, কারণ তিনি ভগবানের পুত্র। আন্তরিক ভক্ত সর্বদাই ভগবান বা তাঁর প্রতিনিধিবর্গকে অনুসরণ করেন তা তাঁরা যেখানেই আবির্ভূত হোন না কেন। ভক্তরা জানেন যে, ভগবান বা তাঁর প্রতিনিধিবর্গ প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় জগত থেকে এসেছেন, তাঁরা সাধারণ নন, তাঁরা কোন বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের জড়জাগতিক ব্যক্তিও নন। যখনই এইরূপ কোন অসাধারণ ব্যক্তি এই জগতের কোথাও আবির্ভূত হন তখন সেই স্থানটি চিন্ময় জগতের একটি সম্প্রসারিত স্থানে পরিণত হয়।

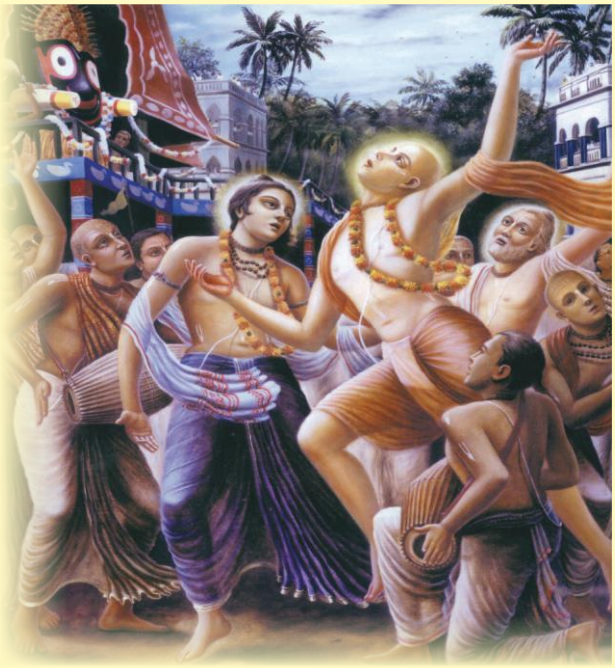

যদি কারও এখনো পর্যন্ত একজন 'ভারতীয়' কে পরম পুরুষোত্তম ভগবান বলে গ্রহণ করতে সমস্যা থাকে, তাহলে ঠিক আছে। তবে আমরা বলছি বলে অন্ধের মতো বিশ্বাস করা উচিত নয়। কিন্তু সে অন্ততপক্ষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা পড়তে পারে এবং দেখতে পারে যে সেটি তার পারমার্থিক লাভ দিচ্ছে কি না। এটি একটি ব্যবহারিক পরীক্ষা।

যদি আমরা অনুভব করতে পারি যে, ভগবান আমাদের প্রকৃত এবং পরম পিতা, তাহলে এটি উপলব্ধি করতে আমাদের কষ্ট হবে না যে, তিনি আমাদেরকে তাঁর নিকট ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। আমাদের এটি উপলব্ধি করতে সমস্যা হবে না যে তিনি আমাদেরকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বহুবিধ পন্থার ব্যবস্থা করেন। এই অধঃপতিত কলিযুগে যখন আমরা সমস্ত প্রকারের আধ্যাত্মিক লক্ষ্যসমূহ বিস্মৃত হয়েছি তখন তাঁর দিব্য নাম জপের পন্থাটি হলো তাঁর কৃপাময় ব্যবস্থাপনা যার মাধ্যমে আমরা তাঁর নিকট ফিরে যেতে পারি।

ভগবানের দিব্য নাম জপের মাধ্যমে আমরা তাঁর অপ্রাকৃত রূপ, চিন্ময় ধাম, দিব্য গুণাবলী, দিব্য কর্ম এবং তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের সম্বন্ধে জানতে পারি। যখন কেউ দিব্য জ্ঞান লাভ করে তখন সে অনুভব করে যে, সমস্ত কিছুর মালিক ভগবান এবং তৎক্ষণাৎ সে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় পূর্ণরূপে নিয়োজিত হয়। এই উপলব্ধিটিই হলো প্রতিযুগে ধর্মের প্রকৃত অনুভব।

প্রশ্ন১। কারও অভিশাপ বা আশীর্বাদ সত্য হয় কিনা ?

—প্রদীপ সরকার, কৃষ্ণনগর

উত্তর ঃ সত্য হয় বৈ কি। প্রতিটি দিন আমরা কারও না কারও আশীর্বাদ কিংবা অভিশাপ পাচ্ছি। আর, ফল স্বরূপ আমাদের জীবনগতিও উন্নতি বা অবনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যদি কাউকে আমরা সত্যি কষ্ট দিয়ে থাকি তা হলে তাঁর অভিশাপ কখনও মিথ্যা হবে না। যদি কাউকে আমরা সত্যি শান্তি ও আনন্দ দিয়ে থাকি তাহলে তাঁর আশীর্বাদ কখনও মিথ্যা হবে না। এই হলো সরল পরিষ্কার নীতি। আশীর্বাদ বা অভিশাপ যদি আজ না ফলে, তবে পরে কোনও দিন ফলবে, এ জন্মে না হলে পরবর্তী জন্মে ফলবে।

স্বার্থপর, নীচমনা, বদ চরিত্র মানুষের আশীর্বাদ বা অভিশাপ নিষ্ফল। সেই জন্য বলা হয় শকুনের শাপে গরু মরে না।

সতী গান্ধারী ব্যাসদেবের কাছে প্রশ্ন করেন, 'হে মহর্ষি, আমি মনে মনেও কোনও পাপাচার করিনি, তবে কোন্ দোষে আমি শত পুত্রের অকাল মৃত্যুর জন্য বুক ভরা ব্যথায় হাহাকার করছি ?' ব্যাসদেব বললেন, ''গান্ধারী, পূর্ব জন্মেও তুমি রাজকন্যা ছিলে। জল আনতে গিয়ে নদীর পাড়ে জলপূর্ণ স্বর্ণকলসী একটি কচ্ছপের বাসার ওপর বসিয়ে সখীদের সাথে গল্প করছিলে, যদিও তুমি জানতেই না সেটি কচ্ছপের বাসা। কলসীর ভারে কচ্ছপের একশোটি ডিম নষ্ট হয়ে যায়। তখন কচ্ছপ অভিশাপ দিয়েছিল, 'হায়! আমার এই দুর্দশা যে করলো, সেও এই রকম দুর্দশা ভোগ করবে।' তাই গান্ধারী, এই জন্মে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে তোমার একশো পুত্রের মৃত্যুর কারণে তুমি হাহাকার করছো।'' অর্থাৎ, যে কোনও প্রাণীর দুঃখ কষ্টের কারণ হলেও আমাদের অভিশপ্ত হতে হবে। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বলেছিলেন, 'মানুষেরা যেভাবে পশু হত্যা করে চলেছে, পরিণতি স্বরূপ বিভিন্ন যুদ্ধ বাধবে বা মহামারী আসবে, তখন তাদের নিজেদের হানাহানি কাটাকাটিতে জীবন নষ্ট হবে।' গুরুজন, মাতা-পিতা, সাধু-মহাত্মা সকলের আশীর্বাদ আমরা কামনা করি। আমাদের জীবন সার্থক করার উদ্দেশ্যে। বাস্তবিকই আমরা মহাত্মাদের আশীর্বাদ নিয়ে বেঁচে থাকি। কারও আশীর্বাদ না থাকলে জীবন ছারখার হয়ে যাবে। কেউ যখন অহংকার বশতঃ নিজেকে খুব বড় বলে মনে করে এবং অন্য কাউকে অমর্যাদা দিতেও কুণ্ঠিত না হয়, তখন বুঝতে হবে যে, সে কারও আশীর্বাদ পাওয়ার উপযুক্ত নয়। সেই জন্য আমাদের সংকল্প নিতে হয়, কারও দুঃখের কারণ আমরা যাতে না হই।

প্রশ্ন২। একজনের পাপ অন্যজনকে লাগে কি না ?

উত্তর ঃ পাপাচার নিবৃত্ত করবার জন্যে যদি কোনও ক্ষমতাবান ব্যক্তি পাপাচারীর সংস্পর্শে আসে তাতে তার পাপ হয় না। কিন্তু পাপাচার নিবৃত্তির ব্যাপার নেই, সেই ক্ষেত্রে নিষ্পাপ ব্যক্তিও পাপাচারীর সংস্পর্শে এসে পাপাক্রান্ত হয়ে থাকে।

মনুসংহিতা শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে—

অন্নাদ্রের্ভ্রূণহা মার্ষ্টি পত্যৌ ভার্যাপচারিণী।
গুরৌ শিষ্যশ্চ যাজ্যশ্চ স্তেনো রাজনি কিল্বিষম্।।

''যে ব্যক্তি জীবহত্যা বা ভ্রূণহত্যা করে, তার অন্ন ভক্ষণ করলে ভক্ষণকারীকে হত্যা পাপ সংক্রামিত হয়। ব্যভিচারিণী স্ত্রীর পাপ স্বামীতে সংক্রমণ করে। গুরুতে শিষ্য ও যাজ্যের পাপ সংক্রামিত হয়। চৌর্যের পাপ রাজাতে পতিত হয়।'' (মনুসংহিতা ৮/৩১৭) সেইজন্য বলা হয়, যারা জীবহত্যা করে, মাছ-মাংস ভক্ষণ করে, তাদের হাতের রান্না খেতে নেই। ব্যভিচারিণীর সাথে সংসার করতে নেই। ভক্তি আচরণ বিধি অনুসরণ করবে না এমন শিষ্য গ্রহণ করতে নেই। রাজাকে এমনভাবে রাজত্ব করতে হয় যাতে তাঁর রাজ্যে চোর দস্যু বাটপাড়ের উদ্ভব না হয়।

প্রশ্ন৩। 'দয়া' ও 'মায়া' এই দুটি শব্দের পার্থক্য কোথায় ?

উত্তর ঃ ১) 'দয়া' শব্দটির অর্থ হলো পরদুঃখকাতরতা, অনুকম্পা, কৃপা, অনুগ্রহ, দানশীলতা, বদান্যতা, দাক্ষিণ্য। 'মায়া' শব্দটির অর্থ হলো মোহ, কুহক, চাতুরী, মমতা, কপটতা, মিথ্যা জ্ঞান, ভ্রান্তি।

২) যে ব্যক্তি অন্যদেরকে দয়া করতে জানে, সে দয়ালু। যে ব্যক্তি মায়াবিদ্যা জানে, সে মায়াবী।

৩) দয়া পরের সুখের জন্যে। মায়া নিজের সুখের জন্যে।

৪) দয়া নির্মল। মায়া আবিলতা যুক্ত।

৫) লোকে দরিদ্র বা আর্তকে দয়া করে। লোকে স্থাবর অস্থাবর সাংসারিক ভোগ্য বিষয়কে মায়া করে।

প্রশ্নোত্তরে - **সনাতন গোপাল দাস ব্রহ্মচারী**

এক বিদ্রোহী পিতার বিদ্রোহী পুত্র

পুরুষোত্তম নিতাই দাস

মহান দেবতাদের মধ্যে সর্বোত্তম দেবাদিদেব মহাদেব এবং ব্রহ্মদেবও পরমেশ্বর ভগবানের নিকট যেতে ভীত ছিলেন। এমন কি লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং তাঁর স্বামীর নিকট গমনে সম্মত ছিলেন না। ভগবানের এই ভয়ঙ্কর রূপ ইতিপূর্বে আর কেউ দর্শন করেননি। তিনি এক স্তম্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁর রূপ ছিল অর্ধমানব এবং অর্ধ সিংহ, তাঁর এই রূপ জগতে নৃসিংহদেব রূপে খ্যাত।

তিনি দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু যিনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ধ্বংসলীলার সৃষ্টি করেছিলেন তার আসুরিক দেহ বিদীর্ণ করেছিলেন। এখন তিনি সেই রাজ সিংহাসনে উপবেশন করেছেন যেখানে একদা হিরণ্যকশিপু বসে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড শাসন করতেন। তাঁর বিশাল বপু আকাশকে স্পর্শ করেছে। তাঁর ক্রুদ্ধ আঁখিযুগল যা গলিত স্বর্ণ সদৃশ্য চর্তুদিক অবলোকন করছিলেন। তাঁর তলোয়ার সদৃশ তীক্ষ্ণ জিহ্বা চতুর্দিকে অসুর হত্যার জন্য সঞ্চালিত হচ্ছিল। তিনি অনায়াসে হিরণ্যকশিপুর হাজার হাজার বিশ্বস্ত সৈনিককে তাঁর নখ দ্বারা হত্যা করেছিলেন। তাঁর উন্মুক্ত কেশরাশি আকাশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল যা মেঘরাজিকে ছিন্ন ভিন্ন করে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ধাবিত হতে বাধ্য করেছিলেন। দিব্য গ্রহসমূহ যেগুলি আকাশে ঘূর্ণায়মান ছিল তাঁর কেশরাশির আঘাতে সেগুলি হয় বহির্জগতে অথবা উচ্চ লোকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস সাগর-মহাসাগরকে উত্তাল করে তুলেছিল। তাঁর গর্জনের কারণে চরম ক্রোধে তিনি হিরণ্যকশিপুর নাড়িভুঁড়ি টেনে বের করে তা মালা রূপে পরিধান করেছিলেন।

এমনকি সমস্ত অসুরদের হত্যা করার পরও তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয়নি। সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পণ্ডিত প্রবরেরা ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না যে তাদের কি করা উচিত। সেই মুহূর্তে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পিতা ব্রহ্মদেব পাঁচ বছরের ছোট বালক প্রহ্লাদকে ভগবানের নিকট গমন করতে এবং তাঁকে শান্ত করতে প্রস্তাব দিলেন। প্রহ্লাদ যার হৃদয় ভগবত প্রেমে প্লাবিত হয়েছিল, যে হিরণ্যকশিপুর প্রবল প্রতাপকে নির্ভয়ে প্রতিহত করেছিল এবং যার ভগবানের করুনার ওপর অনন্য বিশ্বাস ছিল, সে অতি বিনয়ের সঙ্গে অগ্রসর হয়ে ভগবানের শ্রীচরণকমলে তার মস্তক স্থাপন করল।

ঠিক যেন সিংহ শাবক সিংহকে ভয় পায় না, অনুরূপ ভাবে প্রহ্লাদ অর্ধমানব অর্ধসিংহ রূপে পরমেশ্বরের নিকট ভয়হীন ছিলেন। যে মুহূর্তে নৃসিংহদেব তার ছোট্ট ভক্তকে দেখলেন, তাঁর ক্রোধে জ্বলন্ত আঁখিযুগল নিমেষে করুনায়

প্লাবিত হয়েছিল। তিনি তাঁর রক্ত মাখা হাত যা অগণিত অসুরকে হত্যা করেছে, ছোট বালককে আশীর্বাদ করার জন্য উত্তোলিত করলেন। এখন তিনি আর গর্জন করছিলেন না, বরং তাঁর মুখমণ্ডলে এক প্রশান্তির হাসি বিরাজ করছিল যা সকলের নিকট আনন্দ বহন করে এনেছিল।

পরমেশ্বর ভগবান কারোর প্রতি বৈষম্য করেন না। তিনি কারোর প্রতি ঈর্ষা করেন না। তিনি নিরপেক্ষ। তিনি সকলের প্রতি সমান কিন্তু তিনি নিজে বলেছেন, 'যারা ভক্তিপূর্বক আমাকে ভজনা করেন। তারা আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও তাদের মধ্যে বাস করি।' (গীতা ৯/২৯) ভগবান নৃসিংহদেব তাঁর এই অদৃষ্ট পূর্ব রূপে শুধুমাত্র তাঁর ভক্ত যিনি নজিরহীন অত্যাচার সহ্য করেও তাঁর প্রতি ভক্তি ত্যাগ করেননি তাকে সুরক্ষা প্রদান করতে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

প্রহ্লাদের ঐকান্তিক বিশ্বাস ছিল যে শাস্ত্রবর্ণিত পরমেশ্বর ভগবান তাকে সর্বদা সুরক্ষা প্রদান করবেন, তাকে যে কোন পরিবেশ পরিস্থিতিতে আশ্রয় দান করবেন। এমন কি সে যদি ঘন জঙ্গলের মধ্যেও থাকে যেখানে সমস্ত ভয়ঙ্কর জন্তুরা তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে ভক্ষণ করার জন্য লোলুপ থাকে সেখানেও পরমেশ্বর ভগবান অবশ্যই তাকে রক্ষা করবেন। এমন কি সে যদি উত্তাল সমুদ্রের মধ্যে বিশালকায় ঢেউয়ের মধ্যে হাবুডুবু খায়, সেখানেও পরমেশ্বর ভগবান তাঁর কৃপা হস্ত প্রসারিত করে তাকে রক্ষা করবেন। এমন কি এই নশ্বর জগতের সমস্ত মানুষ যদি তার বিপক্ষে যায়, তাকে অবিশ্বাস করে, তাকে চরম অপমান করে, তাকে অপরিসীম দুঃখ দেওয়ার প্রচেষ্টা করে, তাকে হত্যা করতে চেষ্টা করে তবুও পরমেশ্বর ভগবান তাকে পরিত্যাগ করবেন না, তিনি প্রত্যেক মুহূর্তে, সদা সর্বদাই তাকে রক্ষা করার জন্য উপস্থিত থাকবেন।

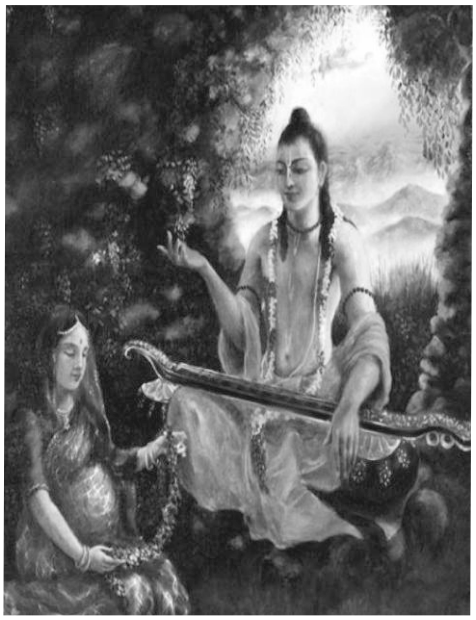

প্রহ্লাদের বিশ্বাস অন্ধ ছিল না। তিনি সৌভাগ্যশালী আত্মা ছিলেন। তিনি তার মাতা কয়াধুর গর্ভে থাকাকালীন মহামুনি নারদের বর্ণিত পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ করেছিলেন। আধ্যাত্মিক শব্দ তরঙ্গ সমস্ত জড় সীমাকে অতিক্রম করে তার হৃদয়ে প্রবেশ পূর্বক হৃদয়ের সমস্ত জড় কলুষ নিষ্কাসন করেছিল। ফল স্বরূপ তিনি কখনো ভগবানকে বিস্মৃত হননি। সুতরাং তিনি যখন মাতৃগর্ভ হতে এই জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি তখন জড় চক্ষু দিয়ে এই জগত দর্শন করেননি, দর্শন করেছিলেন তার শুদ্ধ চক্ষু দ্বারা। তিনি সর্বত্র পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতেন। ভগবান সর্বত্র বিরাজমান এটা তিনি অনুভব করতে পারতেন। তিনি জানতেন পরমেশ্বর ভগবান সর্ব কারণের কারণ।

সূর্যদেব যিনি সকালে উদিত হতে কখনো বিফল হন না, তার দীপ্তিও পরমেশ্বর ভগবানের নিকট হতে প্রাপ্ত। বায়ু যার প্রবাহ কখনো স্তব্ধ হয় না, তার ক্ষমতাও ভগবানের নিকট হতে প্রাপ্ত। পুষ্পরাজি তার সুগন্ধ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিস্তার হয় তাও সে প্রাপ্ত করে ভগবানের নিকট হতে। মহাসাগরের তরঙ্গও উথালপাথাল করে ভগবানের ইচ্ছায়। প্রাণী সকল হাঁটে, কথা বলে, জন্মগ্রহণ করে, মৃত্যু লাভ করে শুধুমাত্র ভগবানের অনুমোদন ক্রমে। এক পারমার্থিক জ্ঞানী ব্যক্তিই ভগবানকে অনুভব করতে পারেন। পরমার্থী ছাত্র ভগবান সম্বন্ধে শিক্ষা অর্জন করে। পারমার্থিক জ্ঞানহীন নারীপুরুষ ভগবানকে অনুভব করতে পারে না।

অসুরেরা ভগবানকে অবজ্ঞা করে ।

হিরণ্যকশিপু একজন অসুর, তিনি ভগবানকে ঘৃণা করতেন। তিনি ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি ভগবান অপেক্ষা উত্তম। তিনি পরমেশ্বর ভগবানের ন্যায় পূজিত হতে চেয়েছিলেন। প্রহ্লাদ পারমার্থিক জ্ঞানী এবং মেধাবী আত্মা, তাই তাকে পরমেশ্বর ভগবান রূপে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি তার পিতা হিরণ্যকশিপুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। যাকে দেবতারা পর্যন্ত ভয় পেতেন তিনি তাকে ভয় পেতেন না। এমন কি তিনি মৃত্যুকেও ভয় পেতেন না, কারণ তিনি দয়াময় ভগবানকে সর্বত্র দর্শন করতেন।

যখন ছোট্ট প্রহ্লাদকে পর্বত চূড়া থেকে নিক্ষেপ করা হলো তখন তিনি দেখতে পেলেন পরমসুন্দর ভগবান তাঁর হস্ত বিস্তারিত করে তাকে আলিঙ্গন করলেন। যখন তাকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হলো তখন আগুনের লেলিহান শিখাগুলি চন্দ্র কিরণের ন্যায় সুশীতল হয়ে গেল। যখন তাকে বিষ পান করতে দেওয়া হলো তখন বিষ অমৃতে রূপান্তরিত হয়ে তাকে পুষ্টি প্রদান করলো। যখন হস্তী সকল তাঁকে পদদলিত করতে উদ্যত হলো তখন তাদের বিশালাকার পদসমূহ পদ্মের পাপড়ির ন্যায় কোমল হয়ে গেল যা তাকে যন্ত্রণার পরিবর্তে আনন্দ প্রদান করলো।

যখন অসুররাজ কোন শিক্ষাই গ্রহণ করলেন না, বরং তার মাত্র পাঁচ বছরের বালক পুত্রকে হত্যা করার বিভিন্ন কৌশল অব্যাহত রাখলেন, তখন ভগবান ক্রোধান্বিত হয়ে হিরণ্যকশিপুকে বধ করার নিমিত্ত স্তম্ভ থেকে আবির্ভূত হলেন। শুধুমাত্র তাঁর নখের দ্বারা অহংকারী অসুরদের বিশালাকার দেহ ছিন্ন ভিন্ন করেছিলেন এবং সেই সকলের অহংকার চূর্ণ করলেন যারা ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

প্রহ্লাদের ন্যায় ভক্ত আমাদেরকে এই শিক্ষা প্রদানের নিমিত্তই আবির্ভূত হন যে পরমেশ্বর ভগবান কখনো তার ভক্তকে পরিত্যাগ করেন না। জগতে তিনিই একমাত্র আশ্রয়। আমাদের তাঁর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস থাকা উচিত। প্রকৃতপক্ষে সন্দিগ্ধ জীবাত্মাদের আশ্বস্ত করতে ভগবান দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, ''আমার ভক্ত কখনো বিনষ্ট হন না।" (গীতা ৯/৩১) আমরাও যে কোন বিপর্যয়ের মধ্যেও নির্ভীকভাবে জীবন যাপন করতে পারি যদি প্রহ্লাদের ন্যায় ভগবানে ভক্তি করি এবং প্রহ্লাদের ন্যায় পরমেশ্বর ভগবানের বাণীর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখি।

পরমেশ্বর ভগবান কারোর প্রতি বৈষম্য করেন না। তিনি কারোর প্রতি ঈর্ষা করেন না। তিনি নিরপেক্ষ। তিনি সকলের প্রতি সমান কিন্তু তিনি নিজে বলেছেন, 'যারা ভক্তিপূর্বক আমাকে ভজনা করেন। তারা আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও তাদের মধ্যে বাস করি।' (গীতা ৯/২৯)

মুগ পটল

উপকরণ ঃ মাঝারী সাইজের পটল ৫০০ গ্রাম। লবণ ও হলুদ গুঁড়ো পরিমাণ মতো। গরম মশলা গুঁড়ো ১ চা-চামচ। লেবুর রস ২ চা-চামচ। লংকা গুঁড়ো ১ চা-চামচ। কালোজিরে ১ চা-চামচ। বেসন ২ কাপ। সরষের তেল ২০০ গ্রাম। তেজপাতা ৪টি। শুকনো লংকা ৪টি। আদাবাটা ১ টেবিল-চামচ। চিনি ১ চা-চামচ। টম্যাটো কুচি ১ কাপ। হিং ১ চিমটি। ভাজা মুগডাল ১ কাপ। ঘি ১ টেবিল চামচ। নারকেল কোরা ১ কাপ।

প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ

ভাজা মুগডাল ১ ঘন্টা আগে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর পটলগুলো খোসা ছাড়িয়ে মাথার দুদিক একটু করে চিরে নিতে হবে। একটা পাত্রে বেসন, কালোজিরা ও জল দিয়ে গুলিয়ে নিতে হবে। ১ চিমটি গরম মশলা গুঁড়ো, লবণ, হলুদ গুঁড়ো, লংকা গুঁড়ো, অল্প তেল দিয়ে পটলগুলো একটা পাত্রে মাখিয়ে রাখুন। মুগের ডাল একটা পাত্রে সেদ্ধ করে নিন।

উনানে কড়াই বসিয়ে গরম করুন। গরম হলে তাতে তেল দিয়ে পটলগুলো বেসনে ডুবিয়ে নিয়ে ছাঁকা তেলে ভেজে তুলে নিন।

এবার ঐ তেলে তেজপাতা, শুকনো লংকা ফোড়ন দিন। চিনি, হিং, আদাবাটা দিয়ে খুনতিতে নাড়িয়ে দিন। টম্যাটো কুচি দিয়ে নাড়িয়ে কষিয়ে তাতে সেদ্ধ করা মুগডাল ঢেলে দিন। অল্প জল লাগলে দিতে পারেন। ডাল ফুটে উঠলে তাতে নারকেল কোরা দিয়ে নাড়িয়ে দিন। ভাজা পটলগুলো দিয়ে দিন। হালকা আঁচে দুই মিনিট ঢাকনা দিয়ে রাখুন। ঢাকনা খুলে ঘি, গরম মশলা দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিন।

পরোটা বা লুচি সহযোগে এই মুগপটল শ্রীশ্রীগৌরনিতাইকে ভোগ নিবেদন করুন।

—রত্নাবলী গোপিকা দেবী দাসী

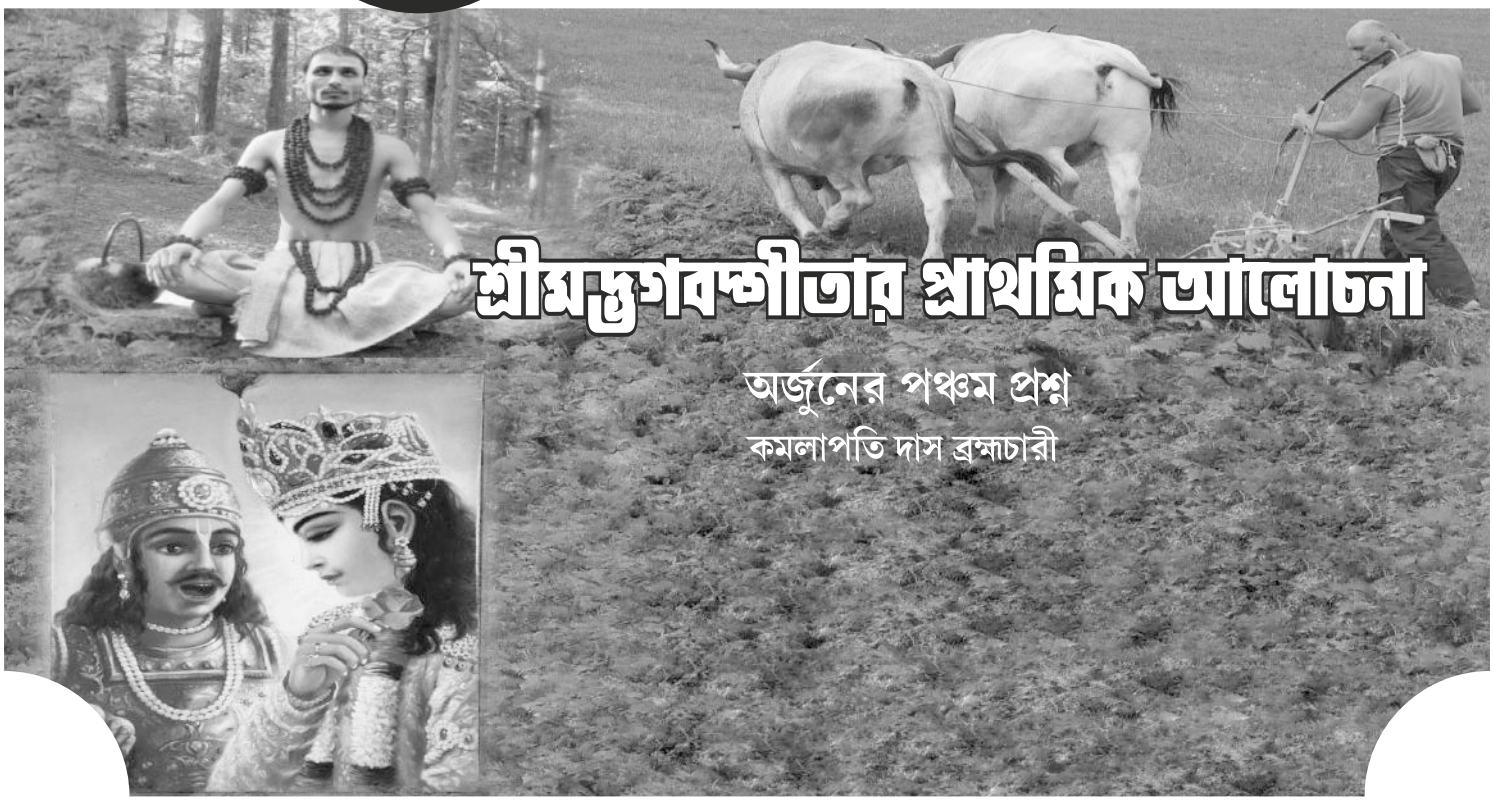

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাথমিক আলোচনা

অর্জুনের পঞ্চম প্রশ্ন

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে অর্জুনের পঞ্চম প্রশ্ন—

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং জন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্।।
গীতা ৫/১

অর্জুন বললেন—হে শ্রীকৃষ্ণ! প্রথমে তুমি আমাকে কর্ম ত্যাগ করতে বললে এবং তারপর কর্মযোগের অনুষ্ঠান করতে বললে। এই দুটির মধ্যে কোন্‌টি অধিক কল্যাণকর, তা সুনিশ্চিত ভাবে আমাকে বল। এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন কেন অর্জুন এইভাবে প্রশ্ন করলেন? আমরা দেখতে পাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ৪র্থ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকের শেষে ''উত্তিষ্ঠ ভারত'' ''যুদ্ধ করার জন্য উঠে দাঁড়াও হে ভরতবংশীয়''। বলে আর কিছু বলেন নি। অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ দুইজনেই চুপ করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করছিলেন—অর্জুন আমার কথা শ্রবণ করে কিছু বলবে, না হয় যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হবে। অর্জুন ঐ সময় আগে কি কি কথা বলেছেন ঐ সব কথাগুলো বার বার চিন্তা করছিলেন। তিনি চিন্তা করছিলেন, চতুর্থ অধ্যায়ের শ্লোকগুলি ২১নং শ্লোকে ভগবান বলেছেন যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তি কেবলমাত্র জীবন ধারনের জন্য কর্ম করেন, তাহলে কেন আমি যুদ্ধ করবো। আমার শরীর রক্ষার জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকু যুদ্ধ না করেই যোগাড় করে নিতে পারবো। ২২নং শ্লোকে যিনি অনায়াসে যেটা পান তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন তাকে কখনও কর্মফলের দ্বারা আবদ্ধ করতে পারে না। ৩১নং শ্লোকে বলেছেন—''নায়ং লোকোহস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুরুসত্তম।'' হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করে কেউই এই জগতে সুখে থাকতে পারে না, তাহলে পরলোকে সুখ প্রাপ্তি কি করে সম্ভব? অর্জুন চিন্তা করলেন এই কথাগুলি অনুসারে যুদ্ধ করার কি প্রয়োজন। তারপর তিনি আরো চিন্তা করলেন ৩৪নং শ্লোকের কথা কোন তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষের দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। ৩৮নং শ্লোকের কথা চিন্তা করছিলেন চিন্ময় জ্ঞানের মতো পবিত্র আর কিছুই নেই আর যিনি ভক্তির মাধ্যমে এই জ্ঞান লাভ করেছেন তিনি আত্মায় পরাশান্তি লাভ করেন—তাহলে যুদ্ধ করার কি প্রয়োজন। তাছাড়া ৪০নং, শাস্ত্রের প্রতি যারা শ্রদ্ধাহীন তারা এই জগতে ও পরলোকে কখনও সুখ ভোগ করতে পারে না। তারপর তিনি চিন্তা করলেন ৪২নং শ্লোকের প্রথম লাইন যে, আমার হৃদয়ে যে অজ্ঞান প্রসূত সংশয়ের উদয় হয়েছে, তা জ্ঞানরূপ খড়্গের দ্বারা ছিন্ন কর। ঠিক আছে আমার হৃদয়ের সমস্ত সংশয় আমি

জ্ঞানের মাধ্যমে নষ্ট করে দেব, কিন্তু এর জন্য যুদ্ধ করার কি প্রয়োজন আছে? এই ভাবে অর্জুন চিন্তা করে বুঝতে পারলেন যে আমার অজ্ঞানতার কারণ স্বরূপ প্রকৃত তত্ত্ব বুঝতে পারছি না। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাগত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যাতে আমার সর্বোচ্চ কল্যাণ হয় সেই সম্বন্ধে সুনিশ্চিতভাবে আমাকে বল। এই ভাবে আমরা আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে পারলাম সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য অর্থাৎ সর্বোচ্চ কল্যাণ কিভাবে লাভ করা যাবে তারজন্য গুরুদেবের কাছে নম্রভাবে প্রশ্ন করেছিলেন। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যারা উত্তম মানুষ তারা তাদের এই দুর্লভ মনুষ্যজীবনকে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনায় লিপ্ত না করে জীবনের সর্বোচ্চ কল্যাণ কিভাবে হবে সেই সম্বন্ধে গুরুদেব বা বৈষ্ণবদের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করেন এবং গীতা ভাগবতের শিক্ষায় জীবনকে সুন্দর ভাবে গড়ে তোলেন। পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমেই অর্জুনের যে প্রশ্ন কর্মযোগ ও কর্মত্যাগের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ ভগবান সুন্দরভাবে উত্তর দিলেন কর্মযোগ ও কর্মসন্ন্যাস একই কিন্তু কর্মযোগ কর্মসন্ন্যাসযোগ থেকে শ্রেষ্ঠ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরও বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য বললেন, যিনি কর্মফলের প্রতি দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা আশা ত্যাগ করেন না তিনি নিত্যসন্ন্যাসী। অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা তা বুঝতে পারে না, কিন্তু যারা তত্ত্বদ্রষ্টা ব্যক্তি তারা এটা বুঝতে পারেন সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ একই। যেমন কেউ যদি বলে আমি কর্মত্যাগ করেছি সেটি কখনই সম্ভব নয়। কারণ ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ের ৫নং শ্লোকে বলেছেন—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।।

সকলেই মায়াজাত গুণ সমূহের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অসহায়ভাবে কর্ম করতে বাধ্য হয়; তাই কর্ম না করে কেউই ক্ষণকালও থাকতে পারে না। কারণ শরীর থাকলে তাকে শ্বাস গ্রহণ করতে হবে। অতএব কর্মত্যাগ মানে ভগবানের জন্য কর্ম করা ঃ আর ভগবানের জন্য কর্ম করা মানেই কর্মযোগ। তাই যিনি ভগবানের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণ যুক্ত করেছেন তিনি হলেন কর্মযোগী। তাই তিনি সমস্ত কর্ম করেও কর্মবন্ধনে লিপ্ত হন না। কারণ তিনি সমস্ত কর্মের ফল পরমেশ্বর ভগবানকে অর্পণ করে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করেন, তাই কোন পাপও তাকে স্পর্শ করতে পারে না। ঠিক যেমন জল পদ্মপাতাকে স্পর্শ করতে পারে না। অন্যদিকে সকাম কর্মীরা ফলের প্রতি আসক্ত হয়ে কর্ম করে ফলে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ৫/১৩ নং শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বোঝাতে চাইছেন কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম যখন করবে তখন বাহ্যত সমস্ত কার্য করলেও যেহেতু তিনি সমস্ত দেহবন্ধন থেকে মুক্ত তাই নবদ্বার বিশিষ্ট দেহে অবস্থান করলেও পরম সুখে বাস করেন। কারণ দেহরূপ নগরীর প্রভু জীব অর্থাৎ জীবাত্মা কর্ম সৃষ্টি করে না। সে কাউকে দিয়ে কিছু করায় না এবং কর্মের ফলও সৃষ্টি করে না। এ সবই হয় জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে। জীব যে কর্ম করে তার স্বভাব অনুযায়ী গুণের প্রভাবে। যদিও ভগবান প্রতিটি জীবের অন্তরে অবস্থান করছেন তথাপি জীব যখন ভগবানকে ভুলে গিয়ে গুণের প্রভাবে কিছু চাইবে তখন ভগবান যেহেতু পরম পিতা

তখন তা দিয়ে থাকেন। একজন মাষ্টার মহাশয় বলছেন—কেন ভগবান যদি জেনে থাকেন এটা দিলে খারাপ হবে তাহলে কেন দেবেন উনি। আমি বললাম, আপনাকে একটা উদাহরণ দিই আর তা আপনি এবং আপনার ছেলে ও স্ত্রী মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। মনে করুন, কোন সম্মানীয় বন্ধুর বাড়ীতে খেতে বসেছেন আর আপনার একমাত্র ছেলেও খেতে বসেছে আপনাদের মাঝখানে। আপনারা ভাল ভাবেই জানেন যে, ছেলের গলায় খুব ব্যথা—আইসক্রিম খেলে খুব ক্ষতি, তবুও বাচ্চাটা যখনই দেখছে আইসক্রিম দিচ্ছে খুব কান্নাকাটি করছে—ওকে দেয়নি বলে, সঙ্গে সঙ্গে আপনি কি করবেন কান্না বন্ধ করার জন্য, একটি আইসক্রিম দেবেন — কেন না বাচ্চাটিকে আপনারা খুব ভাল বাসেন এবং পরিবেশকে শান্ত রাখার জন্য। ক্ষতি হবে জেনেও দেবেন এবং সারারাত্রি বাচ্চাটি কষ্ট পেলে আপনারাও কষ্ট পাবেন কারণ—আপনারা হলেন বাচ্চার মা-বাবা এবং তাকে খুব ভালবাসেন—ঠিক তেমনি পরমপিতা জানেন যে খারাপ বাসনা জীব চাইলে তার ক্ষতি হবে তবুও দিয়ে থাকেন, যেহেতু তিনি হলেন পরমপিতা, বাচ্চার কষ্টের জন্য যেমন পিতা-মাতা কষ্ট পান, ঠিক তেমনই আমাদের কষ্টের জন্য পরমপিতাও কষ্ট পান। আর একটি কথা না বললে নয়—ছেলেটির সুখ-দুঃখের জন্য পিতা-মাতা দায়ী নয়, কারণ প্রত্যেক জীবের একটা নিজস্ব স্বতন্ত্রতা আছে, তাই তার কর্মের জন্য যে পাপ ও পুণ্য হয় তার জন্য ভগবান দায়ী নন। এই গূঢ় তত্ত্বগুলি জানতে পারব যখন সাধুসঙ্গ করব। তখন আমাদের মুকুলিত চেতনা বিকশিত চেতনায় পরিণত হবে। তখন মাষ্টার মহাশয় ও তার স্ত্রী খুব খুশি হলেন কারণ ভগবানের ইচ্ছায় বাস্তবে তাদের পরিবারে একবার

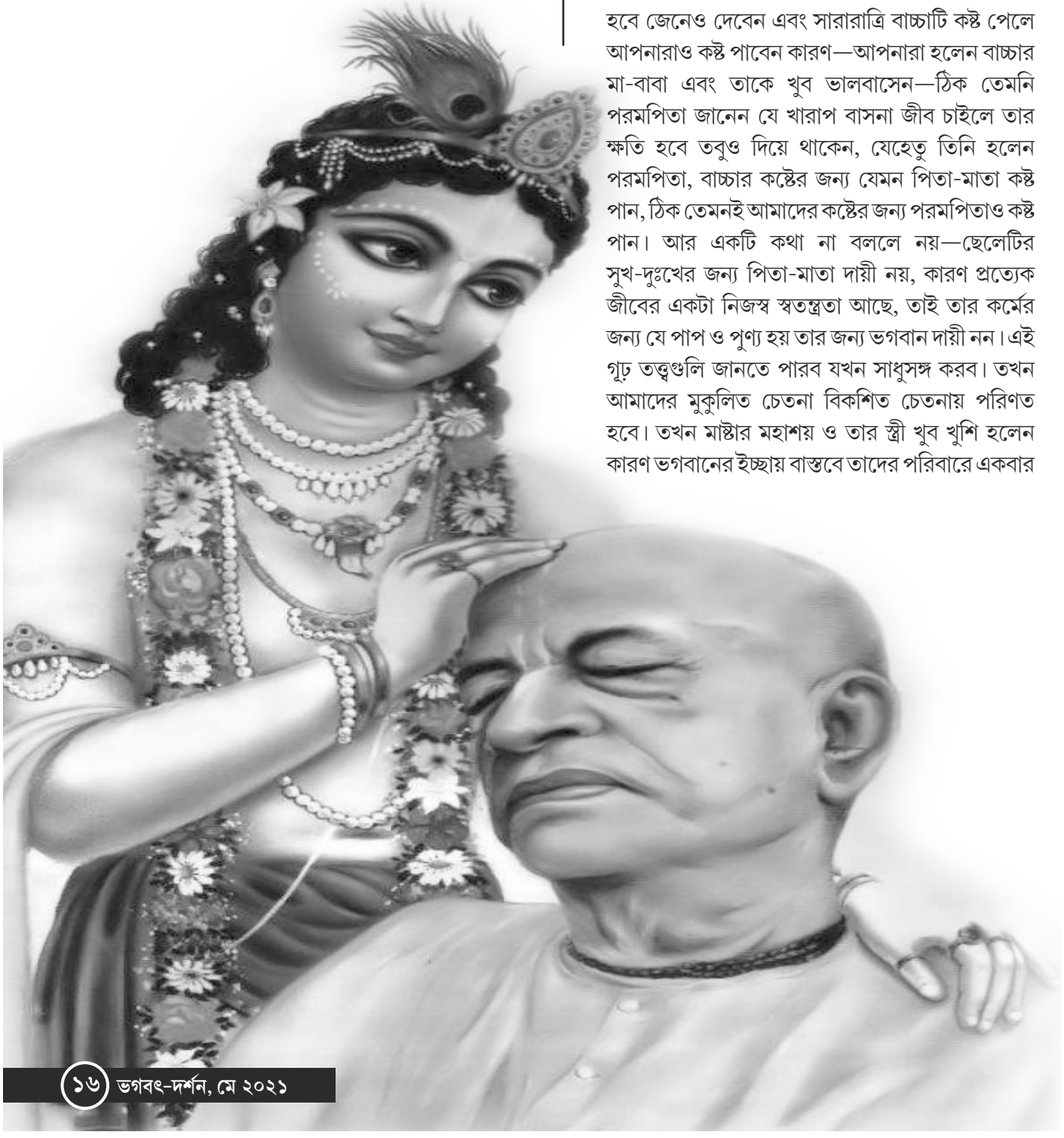

এই ঘটনা ঘটে ছিল তারা স্বীকার করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান দুই প্রকার—১) প্রাকৃত জ্ঞান, যাকে বলা হয় অবিদ্যা আর ২) অপ্রাকৃত জ্ঞান, যাকে বলা হয় বিদ্যা। এই অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভের সহজ উপায় হলো সাধুসঙ্গ। কারণ চেতনা পাঁচ প্রকার—ক) আচ্ছাদিত চেতনা, যেমন গাছেদের চেতনা, এই চেতনায় সাধুসঙ্গ করা যাবে না। খ) সঙ্কুচিত চেতনা, যেমন পশুদের চেতনা, এই চেতনায় সাধুসঙ্গ করা যাবে না, গ) মুকুলিত চেতনা—যা মানবগণ লাভ করেছেন কিন্তু এই চেতনা ঘ) বিকশিত চেতনায় পরিণত করতে পারবে শুধুমাত্র সাধুসঙ্গ করার মাধ্যমে এবং ভগবানের প্রতি শরণাগত হওয়ার মাধ্যমে। ঙ) পূর্ণ বিকশিত চেতনা, যাঁদের চেতনা সম্পূর্ণভাবে ভগবানের প্রতি শরণাগত হয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ২৬নং শ্লোকের তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন—মাছেরা কেবল দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে তাদের সন্তান প্রতিপালন করে। কচ্ছপ যেমন ডিম পেড়ে জলে গিয়ে তাদের ধ্যান করার মাধ্যমে তাদের প্রতি পালন করে। ঠিক তেমনি ভগবদ্ভক্তরা ভগবানের ধাম থেকে দূরে থাকলেও ভগবানের চিন্তায় ভক্তরা যুক্ত থাকেন তাই ভগবানও তাদের প্রতিপালন করেন। এই ভাবে যখন অপ্রাকৃত জ্ঞানের স্তরে উন্নীত হবেন এবং ভগবানের সেবায় যুক্ত হবেন তখন উপলব্ধি হবে ভগবান হচ্ছেন—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।।
(গীতা ৫/২৯)

আমাকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার পরম ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সমস্ত জীবের সুহৃদরূপে জেনে যোগীরা জড় জগতের দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করেন।

ধারাবাহিক ভাগবত শ্রবণ–৫ম পর্ব

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধ, চতুর্থ অধ্যায়
শ্রীনারদ মুনির আবির্ভাব

গোপীকান্ত দাস ব্রহ্মচারী

অধ্যায়ের সারাংশ ঃ

শ্লোক ১–১৩

শৌনক ঋষি সূত গোস্বামীকে শ্রীমদ্ভাগবতের পবিত্র বাণী বর্ণনা করতে অনুরোধ করলেন, যা মহর্ষি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কর্তৃক পূর্বে বর্ণিত হয়েছিল। (২)

শৌনক ঋষি সূত গোস্বামীর নিকট নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

(ক) ব্যাসদেব কোথা থেকে শ্রীমদ্ভাগবতম্ সংকলন করার অনুপ্রেরণা পেলেন।(৩)

(খ) শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর গুণাবলী।(৪-৬)

(গ) মহারাজ পরীক্ষিতের সহিত তাঁর সম্পর্ক।(৭-৮)

(ঘ) কেন মহারাজ পরীক্ষিৎ সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে গঙ্গার তীরে প্রায়োপবেশনে আমৃত্যু বসেছিলেন?(৯-১২)

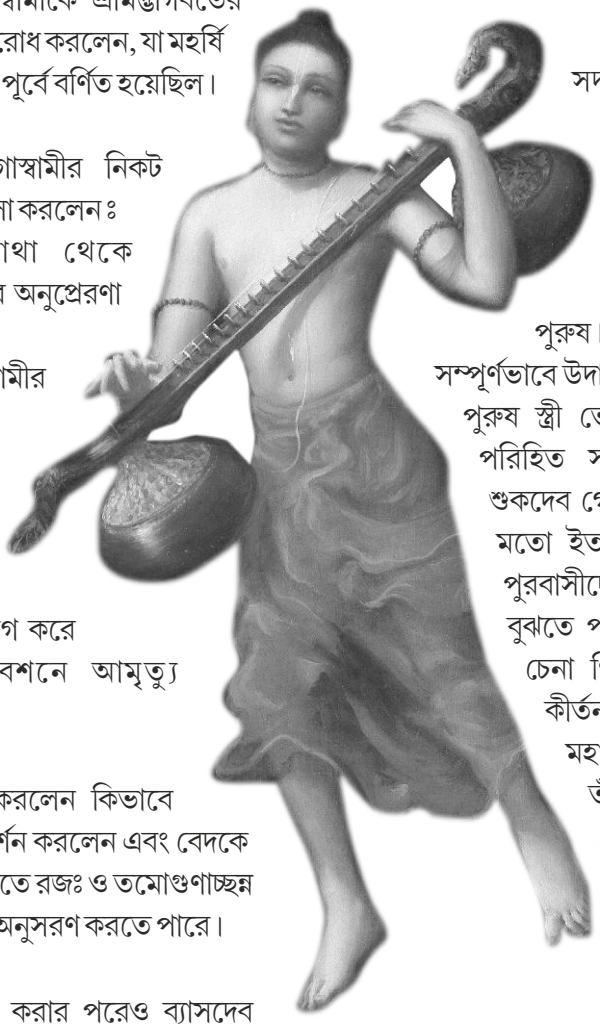

শ্লোক ১৪–২৫

সূত গোস্বামী ব্যাখ্যা করলেন কিভাবে শ্রীল ব্যাসদেব যুগ বিপর্যয় দর্শন করলেন এবং বেদকে চারভাগে বিভক্ত করলেন, যাতে রজঃ ও তমোগুণাচ্ছন্ন কম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন ব্যক্তিরা অনুসরণ করতে পারে।

শ্লোক ২৬–৩৩

এই মহান কার্য সম্পন্ন করার পরেও ব্যাসদেব অসন্তুষ্টি অনুভব করছিলেন, কারণ কোন কার্যেই পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য কার্যাবলী যথাযথভাবে বর্ণনা করেননি। তিনি যখন গভীর মনোযোগ সহকারে তাঁর অসন্তোষের কারণ বিবেচনা করছিলেন, তখন সেই সময় তাঁর গুরুদেব নারদমুনি সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

এখানে শৌনক ঋষি শ্রীল সূত গোস্বামীকে দু'বার তাঁর নাম ধরে সম্বোধন করেছিলেন, কেন না তিনি এবং সেই সভায় সমস্ত সদস্যরা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মুখ-নিঃসৃত শ্রীমদ্ভাগবত শোনার জন্য অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন এবং তাই তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে আনন্দিত হয়েছিলেন।

শুকদেব গোস্বামী ছিলেন মুক্ত পুরুষ। তিনি ছিলেন জড় বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণভাবে উদাসীন। শুকদেব গোস্বামীর দৃষ্টিতে কোন পুরুষ স্ত্রী ভেদ ছিল না। তিনি বিভিন্ন পোশাক পরিহিত সমস্ত জীবাত্মাদের দর্শন করতেন। শুকদেব গোস্বামী যখন গৃহ ত্যাগ করে উন্মাদের মতো ইতস্তত বিচরণ করেছিলেন এবং তাই পুরবাসীদের পক্ষে তাঁর অতি উন্নত অবস্থার কথা বুঝতে পারা অত্যন্ত কঠিন ছিল। তবে তাঁকে চেনা গিয়েছিল যখন তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্তন করতে শুরু করেন। শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে শুনিয়েছিলেন। তিনি কোন গৃহস্থের গৃহে আধ ঘন্টার বেশী অবস্থান করতেন না।

পরীক্ষিৎ মহারাজের জন্ম কর্ম এবং দেহত্যাগ ছিল অদ্ভুত। কারণ তিনি যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন তখন ভগবান তাকে অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র থেকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি গাভী হত্যা করতে উদ্যত কলিকে দণ্ড দিয়ে ছিলেন। তিনি ভগবানের লীলা শ্রবণে আবিষ্ট হয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন। তাই ঋষিরা তাঁর সম্বন্ধে শ্রবণ করতে উৎসুক ছিলেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন একজন আদর্শ রাজা এবং গৃহস্থ, কেননা তিনি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত। ব্যক্তিগতভাবে সব রকম জাগতিক ভোগৈশ্বর্যের প্রতি তাঁর কোন আসক্তি ছিল না।

কালচক্রে সত্য, দ্বাপর, ত্রেতা এবং কলি এই চারটি যুগের পুনঃ প্রকাশ হয়। কিন্তু কখনও কখনও যুগপর্যায় হয়। বৈবস্বত মনুর রাজত্বকালে অষ্টবিংশতি চতুর্যুগে যুগপর্যায় হয় এবং দ্বাপরের পূর্বে ত্রেতা যুগের আবির্ভাব হয়। সেই বিশেষ চর্তুযুগে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাব হয় এবং তার কতকগুলি পরিবর্তন হয়।

মহামুনি ব্যাসদেব তাঁর দিব্য চক্ষুর দ্বারা কলি যুগের দুরবস্থা দর্শন করেছিলেন। জ্যোতিষী যেমন মানুষের ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারেন, অথবা জ্যোতির্বিদ যেমন সূর্যগ্রহণ অথবা চন্দ্রগ্রহণের দিনক্ষণ ঘোষণা করতে পারেন, তেমনি শাস্ত্র জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্ত পুরুষেরা সমস্ত মানব সমাজের ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারতেন। তাঁদের পারমার্থিক জ্ঞানের প্রভাবে তাঁরা তা দর্শন করতে পারতেন।

ব্যাসদেব দেখলেন যে, বেদে নির্দেশিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের বৃত্তি অনুসারে তার কার্যকলাপকে পবিত্র করা। এই প্রক্রিয়াকে সরলীকৃত করার উদ্দেশ্যে তিনি এক বেদকে চার ভাগে ভাগ করেছিলেন, মানুষের মধ্যে তা বিস্তার করার জন্য।

বেদ এমনই একটি বিষয়, যা ব্রহ্মাকে পর্যন্ত ভগবানের কাছ থেকে বুঝতে হয়েছিল, তাই এই জ্ঞান তাঁরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, যাঁরা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত। বর্তমান কলি যুগে সত্ত্বগুণ প্রায় নেই বললেই চলে, তাই সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত কৃপাময় মহর্ষি বেদব্যাস বেদকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেন যাতে রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা তা অনুসরণ করতে পারে।

যদিও ব্যাসদেব জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধনের জন্য তাদের উপযোগী ভাবে বৈদিক শাস্ত্র সংকলন করে ছিলেন, তবুও শ্রীল ব্যাসদেব চিত্ত চঞ্চল্য অনুভব করেছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, এত কিছু করার পর তিনি নিশ্চয়ই অন্তরে প্রসন্নতা অনুভব করবেন, কিন্তু চরমে তিনি প্রসন্ন হতে পারেননি।

ব্যাসদেব শূন্যতা অনুভব করেছিলেন তা তাঁর জ্ঞানাভাবজনিত ছিল না। ভাগবত ধর্ম হচ্ছে সর্বতোভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা। ব্যাসদেব যদিও ছিলেন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার, তবুও তিনি তাঁর হৃদয়ে অতৃপ্তি অনুভব করেছিলেন, কেন না তাঁর রচনায় তিনি পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য লীলাবিলাসের কাহিনী যথাযথভাবে বর্ণনা করেননি। সেই অনুপ্রেরণা শ্রীকৃষ্ণ সরাসরিভাবে ব্যাসদেবের হৃদয়ে সঞ্চার করেছিলেন। এখানে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবা ব্যতীত সব কিছুই শূন্য। কিন্তু অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তিতে সকাম কর্ম অথবা জ্ঞানের পৃথক প্রয়াস ব্যতীত সব কিছুই পূর্ণ হয়ে ওঠে।

বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃতের কার্যাবলী

শ্রীধাম মায়াপুরে ২০২১ গৌর পূর্ণিমা উৎসবের শুভ উদ্বোধন

১২ই মার্চ ২০২১ গরুড় এবং হনুমান পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সরকারীভাবে মায়াপুরে গৌর পূর্ণিমা উৎসবের শুভ সূচনা হয়। দীর্ঘ দিন ধরে মায়াপুর ভক্তদের নিকট অনুপস্থিতিটি ভঙ্গ করে শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ তাঁর উপস্থিতি দানে অনুষ্ঠানটিকে মহিমান্বিত করেন। লকডাউনের কারণে মহারাজ গৃহাভ্যন্তরে ছিলেন এবং আজ এই গৌর পূর্ণিমার বিশেষ উদ্বোধনের দিনটিতে তিনি বাইরে আসেন এবং ভক্তদের আশীর্বাদ দেন এবং পতাকা উত্তোলন করেন যেটি গৌর পূর্ণিমা মহোৎসবের সূচনা দিন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন, ''আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সকল সদস্যদের মায়াপুরে অনুষ্ঠিত গৌরপূর্ণিমা মহোৎসবে যাওয়া উচিত এবং মহাসংকীর্তন সম্পাদন করা উচিত। এটি ভারতবর্ষের বিশেষ বিশেষ বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গকে আকর্ষণ করবে ঠিক যেমন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কীর্তনরত পার্ষদদের সৌন্দর্য অঙ্গকান্তি মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে আকর্ষিত করেছিল।''

শান্তিপুর উৎসব এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা

২৬শে মার্চ ২০২১ - এ বিখ্যাত শান্তিপুর উৎসব পালিত হয়। যা গোবিন্দ দ্বাদশী নামেও বিখ্যাত। মায়াপুরে বিশাল সংখ্যায় ভক্তরা শান্তিপুরের উদ্দেশ্যে ভোর বেলাতে রওনা দেন। বহু বাস পূর্ণ হয়ে যায়। ছোট, বড় সকলে অতি উৎসাহ এবং আনন্দের সঙ্গে বাস ধরার জন্য দৌড় লাগায়। শান্তিপুর উৎসব বহুবছর ধারেই মায়াপুরের গৌর পূর্ণিমা উৎসবের এক মহত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠেছে। ঐতিহাসিকভাবে এটি পঞ্চদশ শতকে মহাত্মা অদ্বৈত আচার্য তাঁর গুরুদেব মাধবেন্দ্রপুরীর তিরোধান দিবসকে মহিমান্বিত করার জন্য শুরু করেন। তখন থেকেই এই পবিত্র দিনটিতে এই উৎসব পালিত হয়ে আসছে। এই শান্তিপুর উৎসবে একদা ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অংশগ্রহণ করেন এবং ঘোষণা করেন যে, ''কেউ যদি মাধবেন্দ্রপুরীর তিরোধান দিবসটিতে এখানে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করে তাহলে সে গোবিন্দপ্রেম লাভ করবে।''

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই শান্তিপুর উৎসবে প্রসাদ গ্রহণ এবং গোবিন্দপ্রেম লাভের ঘোষণাটি বহু মহান আচার্যবর্গ তাদের প্রবচনে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এবং গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

শ্রীমদ্ জয়পতাকা স্বামী বলেন, ''অনেক ভক্ত শান্তিপুর যাচ্ছেন প্রসাদ বিতরণের জন্য। আমি সাধারণত প্রত্যেক বছর যাই কিন্তু যেহেতু আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা অনুকূল নয় তাই আমার ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না।''

গৌরপূর্ণিমাতে একলব্য দাসের সন্ন্যাস গ্রহণ

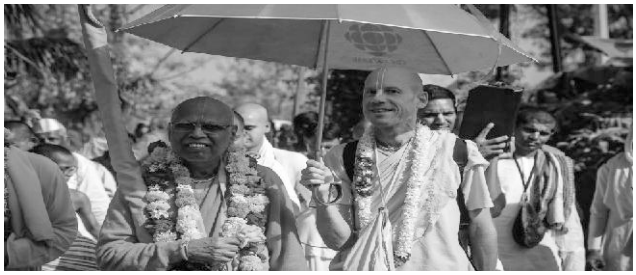

২৮শে মার্চ ২০২১, ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহাপবিত্র আবির্ভাব তিথি গৌরপূর্ণিমাতে শ্রীপান্ধারপুর ধামে একলব্য দাসের সন্নাস আশ্রম গ্রহণের শুভ ক্ষণটি নির্ধারিত হয় যাতে করে তিনি আরও বৃহত্তর রূপে মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করতে পারেন।

সন্ন্যাস হচ্ছে সংসার থেকে বৈরাগ্য যা বহু গৌড়ীয় বৈষ্ণব অনুগামী গ্রহণ করেছিলেন। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন যাতে করে তিনি সংকীর্তন আন্দোলনকে আরও বিস্তার করতে পারেন। ইসকন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল প্রভুপাদও সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন যাতে করে তিনি তার গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের নির্দেশ অনুসারে প্রচার করতে পারেন।

একলব্য দাস ১৯৬৫ সালে নিউইয়র্ক নগরে জন্মগ্রহণ করেন, সেই বছরই শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু করার জন্য নিউ ইয়র্কে এসেছিলেন। একলব্য দাস হচ্ছেন উত্তর আমেরিকা থেকে ইসকনের দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রথম সন্ন্যাসী। তিনি ১৯৯১ সালে পূর্ণ সময়ের জন্য ব্রহ্মচারী (ব্রহ্মচারী সাধু) রূপে এই আন্দোলনে যোগদান করেন এবং এই বছরটি তাঁর ইসকনে যোগদানের ৩০তম বর্ষপূর্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

ইসকন মায়াপুরে সর্ববৃহৎ মহোৎসব গৌরপূর্ণিমা

যদিও মায়াপুর সর্বক্ষণ উৎসবময় তথাপি গৌর পূর্ণিমা উৎসবের মতো সামঞ্জস্য পূর্ণ উৎসব কল্পনাতীত। হাজার হাজার ভক্ত সমগ্র ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্ব থেকে এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মঙ্গল আরতি এবং দর্শন আরতিতে যাওয়াটি ঠিক যেন মনে হচ্ছিল শ্রীভগবান দর্শনে আগত ভক্তবৃন্দের ভীড়ের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে।

মঙ্গল আরতি থেকে দর্শন আরতি, কীর্তন পূর্ণিমা থেকে শ্রীভগবানের মহা অভিষেক - এটি ছিল করুনা অবতার শচীনন্দন শ্রীগৌরভগবানের কৃপামৃত ক্ষরণের মতো। উৎসবের মাত্রাটি চরমে পৌঁছায় যখন কানায় কানায় পূর্ণ বিশাল মিলন মেলার মাঠে অভিষেক শুরু হয়। প্রত্যেকেই নৃত্যগীতে মগ্ন ছিল। শিশুরা আনন্দে নৃত্য করছিল। উৎসব অনেক রাত্রি পর্যন্ত চলে কারণ কীর্তন বহু সময়ের জন্য হয়েছিল।

মঙ্গল আরতির পর শ্রীমদ্ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ এবং অন্যান্য প্রবীণ ভক্তবৃন্দ প্রবচন দেন। নয়নাভিরাম হরিসংকীর্তনময় শান্ত পরিবেশে শ্রীমায়াপুরচন্দ্র ও পঞ্চতত্ত্বের মহাভিষেক সম্পন্ন হলো।

ইসকন শ্রীএকচক্রা চন্দ্রোদয় মন্দিরে শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী মহোৎসব

এই বছর সংকটময় পরিস্থিতিতেও প্রতি বৎসরের ন্যায় মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হলো শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব মহোৎসব। এই উৎসব ইসকন শ্রীএকচক্রা চন্দ্রোদয় মন্দিরের বাৎসরিক প্রধান উৎসব। বীরভূম জেলার বীরচন্দ্রপুরে ২০ বর্গ কিলোমিটার বা তারও বেশী এলাকা জুড়ে ভক্ত ও গ্রামবাসীরা অপেক্ষা করে উৎসব উপলক্ষে মহামিলনের আনন্দ উপভোগ

করার জন্য। ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ২০২১ মঙ্গল আরতির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সকালে মন্দিরের হল ঘরে ভাগবতের উপর বিশেষ ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। তারপর সকাল ১০ থেকে অপূর্ব কীর্তন মেলা শুভ সূচনা হয়। সন্ধ্যা ৭টায় আরম্ভ হয় মধুর সুরে হরিনামের মাধ্যমে শুভ অধিবাস। আর সেই অধিবাসকে নয়ন অভিরাম এবং গভীর ভাবাবেগে উপস্থিত ভক্তরা আনন্দে নৃত্য ও হরিনাম ধ্বনিতে সমস্ত মন্দির প্রাঙ্গন উত্তাল করে তোলে। রাত দশটায় কীর্তন মেলার সমাপ্তি মাধ্যমে ঐ দিনের কর্মসূচী শেষ হয়। পরের দিন অর্থাৎ ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ২০২১ প্রতিষ্ঠিত সেই দিনটি ''শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী'' অর্থাৎ সেই পরমপুরুষ যিনি একাধারে গুরু, ভক্ত, ক্লেশদগ্ধ মানুষের উদ্ধার কর্তা সেই শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মতিথি উদযাপন পর্ব মঙ্গল আরতি, ভাগবত পাঠ, কীর্তন মেলা যথারীতি চলতে থাকে। সকাল ৯টায় আরম্ভ হয় হোম যজ্ঞ, তারপর সকাল ১০টা থেকে শুরু হয় অভিষেক। সেই অভিষেকে শত শত ভক্ত কীর্তন ও উলু ধ্বনির মাধ্যমে সমস্ত উৎসব স্থল হরিনামে প্লাবিত করে দেন। অভিষেক শেষে সকাল ১১টা থেকে প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়, যা একটানা সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকে ১৫ হাজার ভক্তদের মধ্যে। রাত ১০টার কীর্তন মেলার সমাপ্তিতে এই বৎসরের মতো অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষিত হয়। তবে অনিচ্ছাকৃত সংকটময় পরিস্থিতির কারণে কিছু বিধি নিষেধ সকলের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে মেনে চলতে হয়েছে।

ইসকন উজ্জয়িনীর ১৫তম বর্ষপূর্তি এবং মহা যুব উৎসব উদ্‌যাপনে দশ হাজার অংশগ্রহণকারী

২৫শে ফেব্রুয়ারী ২০২১, নিত্যানন্দ ত্রয়োদশীর দিন ইসকন উজ্জয়িনী তাদের মন্দির উদ্বোধনের ১৫তম বর্ষপূর্তি উৎসব পালন করলো। ১০ই ফেব্রুয়ারী ২০০৬ ভগবান শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন, কৃষ্ণ বলরাম এবং গৌরনিতাই এর এই মনোরম মন্দিরটি বহু জিবিসি, সন্ন্যাসীগণ এবং ইসকনের প্রবীণ ভক্তদের উপস্থিতিতে শুভ উদ্বোধন হয়েছিল। শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ মাত্র নয়মাস ও কুড়ি দিনের মধ্যে এই অনবদ্য মার্বেল মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন এই সুন্দর মন্দিরটি উজ্জয়িনীর প্রাণ কেন্দ্র।

ইসকন উজ্জয়িনীর ভক্তগণ মহাধুমধামের সঙ্গে ঐ দিনটি পালন করেন। ২০০৬ সালে মন্দিরটি উদ্বোধনের সময় দশজন প্রবীণ ভক্ত এবং আটজন শ্রীল প্রভুপাদ শিষ্য এই দিনটিতে ভগবান শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা কীর্তন করেন এবং তাঁদের স্মৃতিচারণা করেন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী একটি নগর কীর্তনের আয়োজন করা হয় যেখানে ভারতবর্ষ, রাশিয়া, ইউক্রেন এবং নাইজেরিয়া থেকে ভক্তরা নৈসর্গিক কীর্তনে অংশগ্রহণ করেন। তারপর শ্রীশ্রীগৌরনিতাই এর প্রসন্নতা বিধানে মন্দিরে মনোরম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

লকডাউনের পর এইটি হলো প্রথম অনুষ্ঠান, যেখানে বহু ভক্ত অতি উৎসাহের সঙ্গে ব্যক্তিগত রূপে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীবিগ্রহগণকে অভুতপূর্ব পুষ্প পোষাক দ্বারা সজ্জিত করা হয়। শ্রীপাদ মহামান প্রভু অবন্তিকা পত্রিকার উদ্বোধন করেন যার নাম ''শ্রীল প্রভুপাদ দ্যা লর্ড এ্যাণ্ড মাস্টার অফ হার্ট'' উদ্বোধন করে এবং সেগুলি শ্রীল প্রভুপাদকে উৎসর্গ করেন। এই বইটি ছিল পূজা নিবেদন এবং শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের ডাইরী এন্ট্রি।

এই বছর ২০২১ সালটি হলো শ্রীল প্রভুপাদের ১২৫তম জন্ম বার্ষিকী এবং অনলাইনে একটি মহাযুব উৎসব উদযাপন পালন হয়েছে, যুবকদেরকে নেশার বিরুদ্ধে সচেতন করা হয়েছে, সেটি শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি এক বিনম্র নিবেদন। দশহাজারেরও বেশী মানুষ শ্রীপাদ গৌরাঙ্গ প্রভু এবং শ্রীপাদ অমোঘলীলা প্রভু কর্তৃক তিন দিনের অনলাইন ওয়েবনার 'রামায়ন থেকে জীবন শিক্ষা'তে অংশগ্রহণ করেছে । মধ্যপ্রদেশে এটি একটি অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় অনলাইন যুব সমাবেশ, মধ্যপ্রদেশ সরকারও এই প্রয়াসটির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ব্রহ্মসংহিতা

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতম্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৪০।।

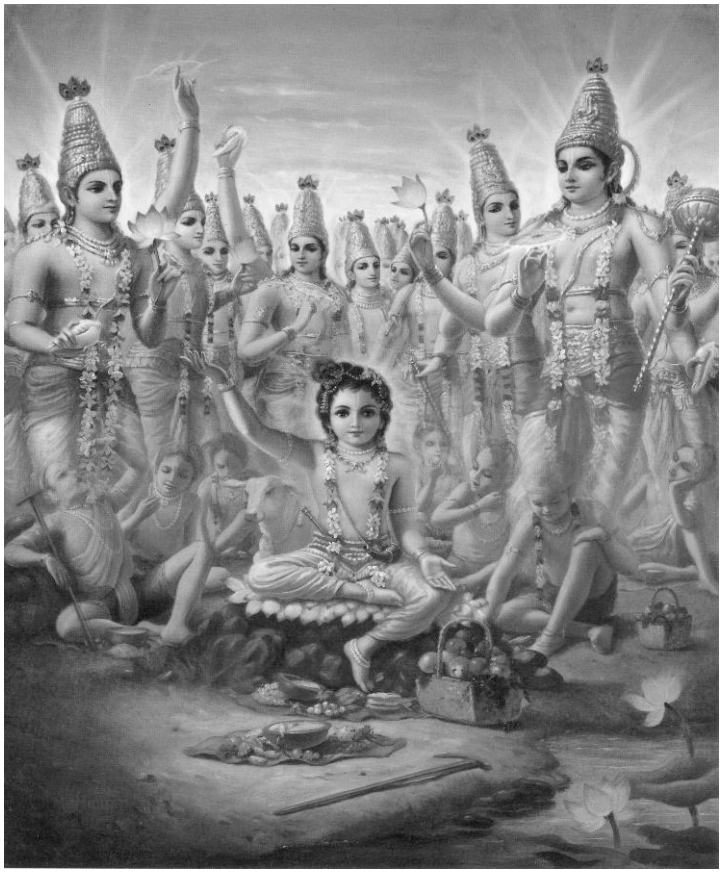

যস্য—যাঁর; *প্রভা*—অঙ্গকান্তি; *প্রভবতঃ*—প্রভাবশালী; *জগদণ্ড কোটিকোটিষু*—কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে; *অশেষ*—অনন্ত; *বসুধাদি*—গ্রহলোকসমূহ ও অন্যান্য অভিব্যক্তিগুলির সঙ্গে; *ভিন্নম্*—ভিন্ন; *তদ্ ব্রহ্ম*—সেই ব্রহ্ম; *নিষ্কলম্*—নিরুপাধি; *অনন্তম্*—অপরিসীম; *অশেষ ভূতং*—অখণ্ড পূর্ণরূপে বিদ্যমান; *গোবিন্দম্*—গোবিন্দকে; *আদি পুরুষং*—আদিপুরুষকে; *অহম্*—আমি; *ভজামি*—ভজনা করি।

যাঁরা অঙ্গপ্রভা বা নির্বিশেষ ব্রহ্ম কোটি ব্রহ্মাণ্ডগত বসুধাদি বিভূতি থেকে পৃথক হয়ে নিষ্কল অনন্ত অশেষ তত্ত্বরূপে প্রতীত হন সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

যস্য প্রভা প্রভবতঃ ঃ যে প্রভাবশালী গোবিন্দের অঙ্গকান্তি। উপনিষদগণ যাঁকে নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলেন। নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্ম জ্যোতি। সেই ব্রহ্ম জ্যোতি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ থেকে উৎপত্তি।

জগদণ্ড কোটি কোটিষু অশেষ বসুধাদি বিভূতি ভিন্নম্ ঃ গোবিন্দের বিভূতিরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে অনন্ত পৃথিবী আদি বিভূতি সমূহ থেকে ভিন্ন। অসংখ্য জড় ব্রহ্মাণ্ডগুলি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের একপাদ বিভূতি। সমগ্র জগতের মধ্যে চার ভাগের একভাগ হচ্ছে অনন্ত কোটি জড় ব্রহ্মাণ্ড।

তদ্ ব্রহ্ম নিষ্কলম্ অনন্তম্ অশেষ ভূতং ঃ সেই ব্রহ্ম হচ্ছে কলারহিত, আনন্দ ও অবশিষ্ট তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণের ত্রিপাদ বিভূতি রূপ চিন্ময় জগৎ। চিন্ময় জগতে রয়েছে অনন্ত কোটি বৈকুণ্ঠ জগৎ। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জগৎ হচ্ছে চার ভাগের মধ্যে একভাগ এবং তিন ভাগই অনন্ত বৈকুণ্ঠ জগৎ। চিন্ময় জগতের বহিঃপ্রাকারে স্থিত তেজো বা জ্যোতি হচ্ছে ব্রহ্মজ্যোতি স্তর। তা নিষ্কল বা কলা রহিত অর্থাৎ এক ও অদ্বিতীয় রূপে প্রতীত। তা অনন্ত।

গোবিন্দম্ আদি পুরুষম্ তম্ অহম্ ভজামি ঃ যাঁর প্রভায় প্রভুত ব্রহ্ম অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি ঐশ্বর্য দ্বারা বিভাগকৃত, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (আদি ২।১২) বলা হয়েছে—

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল।
উপনিষৎ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্মল।।

উপনিষদে যাঁকে নির্বিশেষ ব্রহ্ম রূপে অভিহিত করা হয়েছে, তা হচ্ছে সেই পরমপুরুষ শ্রীগোবিন্দের অঙ্গ প্রভা।

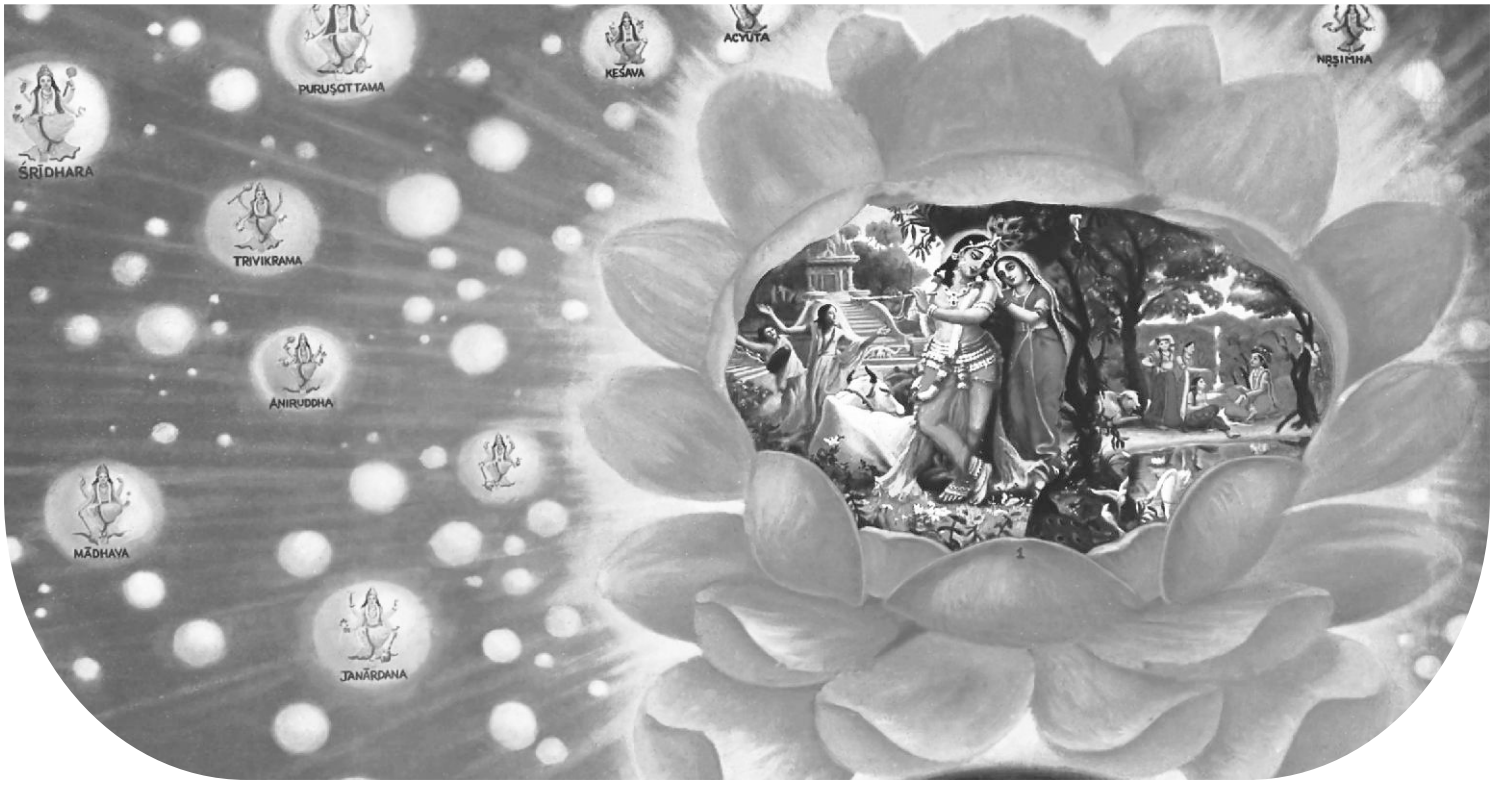

মুণ্ডক উপনিষদে (২।২।১০-১২) পরমেশ্বর ভগবানের অঙ্গপ্রভা বা দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা সম্বন্ধে তথ্য প্রদান করা হয়েছে—"জড় আবরণের ঊর্ধ্বে চিৎজগতে অন্তহীন ব্রহ্মজ্যোতি রয়েছে, যা সব রকমের জড় কলুষ থেকে মুক্ত। সেই জ্যোতির্ময় শুভ আলোককে আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিরা সমস্ত জ্যোতির জ্যোতি বলে জানেন। সেই চিন্ময় লোককে উদ্ভাসিত করার জন্য সূর্যরশ্মি, চন্দ্রকিরণ, অগ্নি কিংবা বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় না। বাস্তবিকই জড় জগতে যে আলোক দেখা যায়, তা সেই পরম জ্যোতির প্রতিবিম্ব মাত্র। সেই ব্রহ্ম সম্মুখে ও পশ্চাতে, উত্তরে দক্ষিণে, পূর্বে পশ্চিমে এবং উপরে ও নীচে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। পক্ষান্তরে বলা যায়, সেই ব্রহ্মজ্যোতি জড় ও চেতন আকাশের সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত।"

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করেছেন, তদ্ ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতম্---ব্রহ্মজ্যোতি অন্তহীনভাবে বিচ্ছুরিত হয়। সূর্য যেমন একটি বিশেষ স্থানে অবস্থান করলেও তার রশ্মি বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়, তেমনই পরমতত্ত্ব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর শক্তি বা রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্ম অন্তহীনভাবে বিচ্ছুরিত হয়। ব্রহ্ম থেকে জড় জগতের প্রকাশ হয়, ঠিক যেমন সূর্যরশ্মি থেকে মেঘের প্রকাশ হয়। মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি থেকে গাছপালা জন্মায় এবং গাছপালা থেকে ফল-মূল, শাক-সবজি উৎপন্ন হয়, যা আহার করে অন্য সমস্ত প্রাণীরা জীবন ধারণ করে। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির কারণ। ব্রহ্মজ্যোতি নির্বিশেষ, কিন্তু সেই শক্তির উৎস হচ্ছেন সবিশেষ ভগবান। তাঁর ধাম বৈকুণ্ঠে তাঁর থেকে নির্গত এই ব্রহ্মজ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়। তিনি কখনই নির্বিশেষ নন। যেহেতু নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মের উৎস সম্বন্ধে অবগত নয়, তাই তারা ভ্রমবশতঃ মনে করে যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মই হচ্ছে চরম বা পরম লক্ষ্য। কিন্তু উপনিষদে বলা হয়েছে যে, নির্বিশেষ রশ্মিচ্ছটার আবরণ ভেদ করে পরমেশ্বর ভগবানের রূপ দর্শন করতে হয়। কেউ যদি সূর্যকিরণের উৎস সম্বন্ধে জানতে চায়, তাহলে তাকে সূর্যকিরণের স্তর অতিক্রম করে সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করতে হবে এবং তারপর সেখানকার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সূর্যদেবকে দর্শন করতে হবে। পরম তত্ত্ব হচ্ছেন পরমপুরুষ ভগবান এবং শ্রীমদ্ভাগবতে সেই তত্ত্বই বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

— সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

প্রহ্লাদ মহারাজের প্রার্থনা

প্রেমাঞ্জন দাস

হিরণ্যকশিপুকে বধ করার পরও নরসিংহদেবের ক্রোধ কোনও মতেই প্রশমিত হচ্ছিল না। ব্রহ্মা, শিব, লক্ষ্মীদেবী, কেউই ভগবানের ক্রোধ প্রশমিত করার সাহস পাচ্ছিলেন না। তখন ব্রহ্মার আদেশে ছোট শিশু প্রহ্লাদ সম্পূর্ণ নির্ভয়ে নরসিংহদেবের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন। ভগবান স্নেহভরে তাকে কোলে নিলেন এবং তার মাথায় তাঁর করকমল স্পর্শ করালেন। সেই স্পর্শে প্রহ্লাদ মহারাজ সকল প্রকার জড় বাসনা এবং কলুষ থেকে মুক্ত হলেন এবং ভগবৎ প্রেমের দিব্য আনন্দে আপ্লুত হয়ে প্রার্থনা নিবেদন করতে শুরু করলেন। নীচে সেই প্রার্থনার সারমর্ম প্রদান করা হল।

অশ্রুপূর্ণ নেত্রে, অত্যন্ত বিনীত ভাবে প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন, অসুর কুলে জাত আমার পক্ষে ভগবানকে প্রার্থনা নিবেদন করার কোনও যোগ্যতাই আমার নেই। ব্রহ্মার মতো নেতৃস্থানীয় দেবতারা এবং মহান মুনি ঋষিরা পর্যন্ত প্রার্থনার দ্বারা ভগবানকে প্রসন্ন করতে পারেন না। সেখানে আমার মতো নীচ কুলোদ্ভূত অসুরের আর কি কথা। তবে গজেন্দ্র জাগতিক বিচারে অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তার ভক্তির দ্বারা ভগবানকে প্রসন্ন করেছিলেন। জাগতিক কোনও যোগ্যতার দ্বারা ভগবানকে প্রসন্ন করা যায় না। ভগবান শুধু ভক্তির দ্বারাই প্রসন্ন হন। বারটি গুণে গুণান্বিত ব্রাহ্মণও যদি ভক্ত না হয়, তার থেকে সর্বতোভাবে কৃষ্ণে শরণাগত চণ্ডালও শ্রেষ্ঠতর। কেননা, অভক্ত অহংকারী ব্রাহ্মণ নিজেকেও পবিত্র করতে অক্ষম। কিন্তু চণ্ডালকুলে জাত ভক্ত নিজেকেও পবিত্র করে, তার কুলকেও পবিত্র করতে পারে।

কোনও সুন্দর ব্যক্তি যখন আয়নাতে মুখ দেখে, তখন আয়নার কোনও উপকার হয় না। ঠিক তেমনি

ভগবানের সেবা করলে ভক্তেরই কল্যাণ সাধিত হয়। ভগবানের কারও সেবার প্রয়োজন হয় না। তবে ভক্তের কল্যাণের জন্য ভগবান ভক্তের প্রদত্ত সেবা গ্রহণ করেন। ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন করলে অবিদ্যা বশতঃ এই জড় জগতে প্রবিষ্ট মানুষও পবিত্র হয়। তাই অসুর কুলে জন্ম গ্রহণ করলেও আমি সম্পূর্ণ রূপে নিঃশঙ্ক চিত্তে ভগবানের মহিমা কীর্তনে মগ্ন হব।

হে ভগবান নৃসিংহদেব, আপনার এই ভয়ঙ্কর অবতার আপনারই আনন্দ বিলাস। এই প্রকার অবতার জগতের মঙ্গল এবং শ্রীবৃদ্ধির জন্য। একটি সাপ অথবা বৃশ্চিক হত্যা করে সাধু ব্যক্তিও আনন্দিত হন। তাই বিষাক্ত সর্পতুল্য আমার পিতাকে হত্যা করার ফলে সমগ্র জগত সন্তুষ্ট হয়েছে। তারা এখন ভয় থেকে মুক্ত হয়েছে। হে ভগবান, এবার আপনি আপনার ক্রোধ সংবরণ করুন।

হে অজিত ভগবান, আপনার এই ভয়ঙ্কর রূপে আমি ভীত নই। হে পরম শক্তিমান, পতিত-বৎসল, নিজের কর্ম দোষে অসুর কুলে পতিত আমি এই দুঃসহ সংসার-চক্রের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়েছি। কবে আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে ভব-বন্ধন থেকে মুক্তি প্রদানকারী আপনার পাদমূলে আমাকে আহ্বান করবেন?

জড় জগতে দুঃখ যেমন ক্লেশকর, সুখও তেমনি ক্লেশকর। মূলত স্বর্গ ও নরক, দুইই ক্লেশকর। ভগবানের প্রেমময়ী সেবা ছাড়া নিরঙ্কুশ আনন্দ আর কোথাও নেই। মানুষ ভগবানের প্রেমময়ী সেবা বাদ দিয়ে, বহু রকমের জড় জাগতিক উপায় অবলম্বন করে দুঃখ নিবৃত্তির জন্য। কিন্তু সেই সমস্ত উপায়গুলি মূল দুঃখদায়ক পরিস্থিতি থেকেও অধিকতর দুঃখদায়ক। তাই হে ভগবান নৃসিংহদেব, আমি মুক্ত পরমহংস পুরুষদের সঙ্গে আপনার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়ে তিন গুণের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে কলুষমুক্ত হব এবং তারফলে আমি আপনার মহিমা কীর্তন করতে সক্ষম হব। এইভাবে অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হব।

হে নৃসিংহদেব, হে বিভো, যারা আপনার দ্বারা উপেক্ষিত, ক্লেশ নিবারণের কোনও প্রতিকারই তাদের ক্লেশ দূর করতে পারে না। সেজন্যই পিতা মাতা তাদের সন্তানকে রক্ষা করতে পারে না। চিকিৎসক এবং ঔষধ রোগীর কষ্ট দূর করতে পারে না এবং নৌকা বা জাহাজ জলে নিমজ্জমান ব্যক্তিকে রক্ষা করতে পারে না।

হে প্রভু, ব্রহ্মা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত সকলেই ত্রিগুণের বশীভূত হয়ে কর্ম করে। যে কারণে তারা কর্ম করে, যে স্থানে তারা কর্ম করে, যে পদার্থ নিয়ে তারা কর্ম করে, কর্মের উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সাধনের উপায়,—তা সবই আপনার শক্তির প্রকাশ এবং আপনার শক্তির বশীভূত। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত এবং মনকে অন্তহীন বাসনার বন্ধনে আবদ্ধ করে আপনি জীবদের নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন। আপনার শ্রী পাদপদ্মের শরণ গ্রহণ বিনা কে এই ভব বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে? হে প্রভু, আমি আপনার কালচক্রের দ্বারা সর্বতোভাবে নিষ্পেষিত। তাই আমি সর্বতোভাবে আপনার শরণাগত হয়েছি। এখন দয়া করে আমাকে আপনার চরণ কমলের আশ্রয়ে গ্রহণ করুন।

হে ভগবান, মানুষ সাধারণত যা চায়, দীর্ঘ আয়ু, জড় ঐশ্বর্য, সব কিছুই আমার পিতা লাভ করেছিলেন। কিন্তু এক নিমেষে তিনি আপনার দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছেন। আমি বুঝতে পেরেছি যে মহাকাল রূপে আপনি এই সবই ধ্বংস করেন। তাই আমি সেগুলি চাই না। হে ভগবান, দয়া করে আমাকে শুদ্ধ ভক্তের সান্নিধ্য এবং তাঁদের সেবা করার সুযোগ প্রদান করুন।

জড় জগতের প্রতিটি জীব সুখের পেছনে ধাবিত হচ্ছে। এই জড় সুখ হচ্ছে ঠিক মরুভূমির মরীচিকার মতো। এই

দেহটি হচ্ছে নানা প্রকার রোগের উদ্ভব স্থল। তাই এই দেহের মাধ্যমে সুখের অনুসন্ধান হচ্ছে মরুভূমিতে জলের অনুসন্ধান করার মতো। কিন্তু জড় সুখের প্রতি তীব্র আসক্তির ফলে মানুষ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না।

হে ভগবান, আপনি কখনো অতি মহান ব্রহ্মা, শিব অথবা লক্ষ্মীদেবীর মস্তকেও আপনার করকমল প্রদান করেন নি। অথচ অতি তুচ্ছ অসুর কুলে জাত আমার মস্তকে আপনি তা করেছেন।

হে ভগবান, আপনি কল্পবৃক্ষের মতো সমদর্শী, ভক্তের সেবার মাত্রা অনুসারে তাঁকে আপনার আশীর্বাদ প্রদান করেন।

হে ভগবান, একের পর এক জড় বাসনার সঙ্গ প্রভাবে আমি এক সর্প পূর্ণ অন্ধকূপে পতিত হয়েছি। আপনার সেবক নারদ মুনি কৃপা করে আমাকে তাঁর শিষ্যরূপে গ্রহণ করেছেন এবং দিব্য স্থিতি প্রাপ্ত হওয়ার শিক্ষা প্রদান করেছেন। তাই আমার সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে তাঁর সেবা করা। তাঁর সেবা আমি কি করে পরিত্যাগ করতে পারি?

হে ভগবান, হে চিন্ময় গুণের অন্তহীন উৎস, আপনি আমার পিতাকে হত্যা করে তার খড়্গ থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন। আপনার মহান ভক্ত নারদ মুনির বাণীর সত্যতা প্রমাণ করার জন্য আপনি আমার পিতাকে বধ করে আমাকে রক্ষা করেছেন। এছাড়া অন্য কোনও কারণ নেই।

হে ভগবান, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সবই আপনার বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয়। অতএব অন্তরে এবং বাইরে যা কিছু বিরাজ করে, তা সবই আপনি। যদিও সমগ্র জড় জগৎ আপনার থেকেই প্রকাশিত হয়, তবুও আপনি তা থেকে ভিন্ন। সূক্ষ্ম বীজ থেকে যেমন স্থূল বৃক্ষের প্রকাশ হয়, ঠিক তেমনি আপনার সূক্ষ্ম শক্তি থেকে এই স্থূল জড় জগতের প্রকাশ হয়।

হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনি প্রলয়ের পর আপনার সৃজনী শক্তিকে আপনার মধ্যে ধারণ করেন এবং যোগ নিদ্রায় শায়িত হোন। তখন আপনাকে নিদ্রিত বলে মনে হলেও, এই নিদ্রা অবিদ্যাজনিত নিদ্রা থেকে ভিন্ন। আপনার কাল শক্তির দ্বারা প্রকৃতি ক্ষোভিত হয় এবং এর ফলে প্রকৃতির তিনটি গুণ প্রকাশিত হয়। আপনি তখন অনন্ত

শেষ শয্যায় যোগনিদ্রা থেকে জেগে ওঠেন। তখন আপনার নাভি থেকে এক চিন্ময় বীজ প্রকাশিত হয়। সেই বীজ থেকে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশকারী এক পদ্মের প্রকাশ হয়। ঠিক যেমন একটি ক্ষুদ্র বীজ থেকে এক বিশাল বটবৃক্ষের জন্ম হয়। সেই মহা পদ্ম থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মা গর্ভোদক সাগরে নিমগ্ন হয়ে শতবর্ষ ধরে সেই পদ্মের উৎস অনুসন্ধান করেছিলেন। কিন্তু তিনি সেই উৎস আপনাকে খুঁজে পাননি। বিস্মিত ব্রহ্মা বহু শতবর্ষ কঠোর তপস্যার পর সর্ব কারণের পরম কারণ স্বরূপ আপনাকে দর্শন করেছিলেন। দিব্য অলঙ্কার ও অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত সহস্র সহস্র চরণ, বদন, মস্তক, হস্ত, পদ ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমন্বিত আপনার দিব্য রূপ দর্শন করে ব্রহ্মা দিব্য আনন্দ লাভ করেছিলেন।

> কোনও সুন্দর ব্যক্তি যখন আয়নাতে মুখ দেখে, তখন আয়নার কোনও উপকার হয় না। ঠিক তেমনি ভগবানের সেবা করলে ভক্তেরই কল্যাণ সাধিত হয়। ভগবানের কারও সেবার প্রয়োজন হয় না। তবে ভক্তের কল্যাণের জন্য ভগবান ভক্তের প্রদত্ত সেবা গ্রহণ করেন।

হে ভগবান, আপনি নর, পশু, ঋষি, দেবতা, মৎস্য, অথবা কূর্ম ইত্যাদি রূপে অবতীর্ণ হয়ে জগৎ পালন এবং অসুর সংহার করেন। হে ভগবান, আপনি যুগ অনুসারে ধর্মকে রক্ষা করেন। কিন্তু কলিযুগে প্রচ্ছন্ন বা ছদ্মবেশে আসেন বলে আপনাকে ত্রিযুগী বলা হয়।

হে বৈকুণ্ঠনাথ, আমার কামাতুর মন অত্যন্ত কলুষিত এবং এর ফলে আপনার কথায় আমার রুচি হয় না। সুতরাং অতি দীন এবং পতিত আমি কিভাবে আপনার তত্ত্ব আলোচনা করতে সক্ষম হব? হে অচ্যুত, আমার অবস্থা বহু স্ত্রী সমন্বিত এক স্বামীর মতো। বহু স্ত্রী যেমন একমাত্র স্বামীকে নিয়ে টানাটানি করে, ঠিক তেমনি আমার অনিয়ন্ত্রিত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও উপস্থ আমাকে বিভিন্ন বিষয় কর্মে আকর্ষণ করছে। এই ভাবে আমি বিনাশ প্রাপ্ত হচ্ছি।

হে ভগবান, আপনি সর্বদাই মৃত্যু নদীর অপর পারে অবস্থান করছেন। কিন্তু আমরা আমাদের পাপ কর্মের ফলে সেই নদীর এই পারে দুঃখ দুর্দশা ভোগ করছি। বারবার জন্ম মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করছি এবং কদর্য ভক্ষণ করছি। কৃপা করে আমি এবং অন্যরা, যারা দুঃখ কষ্টে জর্জরিত, তাদের সকলকে উদ্ধার করুন ও পালন করুন। হে আদি গুরু, আপনার পক্ষে আপনার সেবায় নিযুক্ত অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করা এমন কোনও পরিশ্রমের কাজ নয়। সুতরাং আমি মনে করি যে আপনার সেবায় নিযুক্ত আমাদের মতো ব্যক্তিদের আপনি আপনার অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করবেন। ব্যক্তিগত ভাবে সর্বদাই আপনার চিন্তায় মগ্ন থাকার ফলে আমি সংসারের ভয়ে ভীত নই। বেশীর ভাগ সাধু নিজের মুক্তির কামনায় ব্যস্ত। তাঁরা অন্যদের উদ্ধারের জন্য আদৌ আগ্রহী নন। কিন্তু আমি কখনও এই সমস্ত মূর্খদের ফেলে রেখে নিজের মুক্তি কামনা করি না। আমি জানি যে কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত কেউ কখনো সুখী হতে পারে না। তাই আমি সকলকেই আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে নিয়ে আসতে চাই।

যৌন সুখ হচ্ছে চুলকানির মতো। অজ্ঞ ব্যক্তিরা একে সর্ব শ্রেষ্ঠ সুখ বলে মনে করে। কিন্তু এই যৌন সুখই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সমস্ত দুঃখের উৎস। কৃপণ ব্যক্তিরা কখনো এই যৌন সুখে তৃপ্ত হয় না। কিন্তু যাঁরা ধীর, তাঁরা এই চুলকানি সহ্য করেন, ফলে তাঁদের মূর্খদের মতো দুঃখ ভোগ করতে হয় না।

পেশাদারী ব্যক্তিরা মুক্তির বিভিন্ন উপায়কে জীবিকা অর্জনের জন্য প্রয়োগ করে। তাই এই সব দাম্ভিক ও পেশাদারী ব্যক্তিরা মুক্তির উপায় অবলম্বন করে সফল

নাও হতে পারে।

কার্য ও কারণ দুইই ভগবানের শক্তি। তাই আপনার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ভক্তরা বুঝতে পারেন যে আপনিই কার্য ও কারণ। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত দেবতা, মানুষ কেউই আপনাকে জানতে পারে না। এই জন্য জ্ঞানবান ব্যক্তিরা বেদ অধ্যয়ন পরিত্যাগ করে শুধু ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন। হে পূজ্যতম ভগবান, আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। স্তব প্রার্থনা, কর্মফল অর্পণ, পূজা, কর্ম অর্পণ, চরণ যুগল স্মরণ এবং লীলা শ্রবণ—এই ছয় প্রকার সেবার মাধ্যমেই মানুষ পরমহংসদের প্রাপ্য আপনার প্রতি ভক্তি লাভ করতে পারে।

সুবর্ণ সুযোগ সুবর্ণ সুযোগ সুবর্ণ সুযোগ

যে সকল ভক্তগণ, প্রচার কেন্দ্র ও মন্দিরগুলি ভগবৎ-দর্শন পত্রিকা বিতরণ করতে উৎসাহী তাঁরা অতি অবশ্যই যোগাযোগ করুন

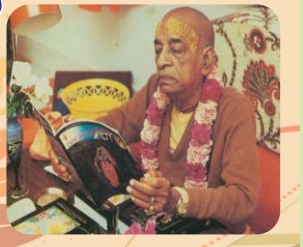

৯০৭৩৭৯১২৩৭

নদী শুকালে পার হব

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শিক্ষামূলক গল্প থেকে সংগৃহীত

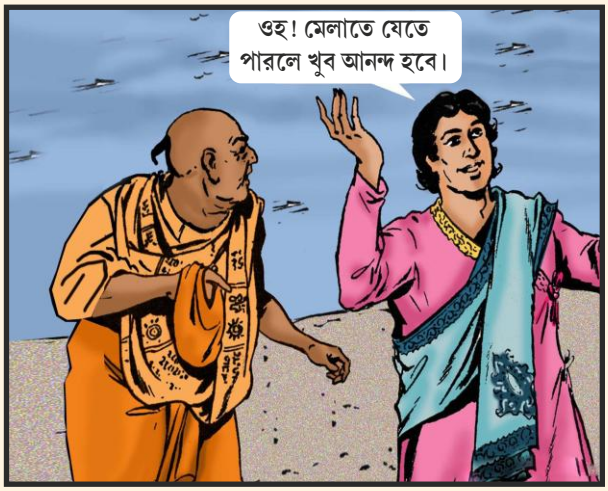

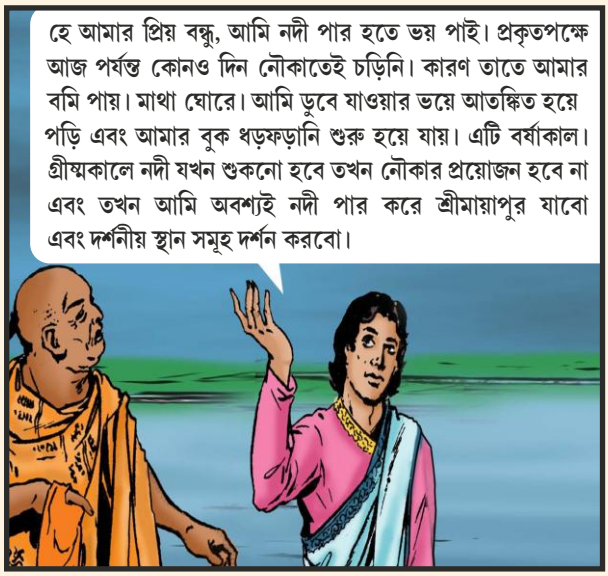

তাৎপর্যঃ

আমাদের মধ্যে অনেকেই চিন্তা করি যে আমরা আমাদের জড় জাগতিক পারিবারিক কর্তব্য কর্ম যথা পরিবার পরিজনের ইচ্ছা পূরণ, রোগ ব্যাধি নিবারণ ইত্যাদি ইত্যাদি পূর্ণরূপে সম্পাদন করার পরই আমরা কোনও মহাত্মার কাছ থেকে ভাগবত কথা শ্রবণের জন্য যথেষ্ট সময় নিয়োজিত করবো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত জট থেকে কখনোই মুক্তি নেই। আমরা যদি এই মুহূর্ত থেকে পারমার্থিক অভ্যাস যোগ শুরু না করি তাহলে কখনোই তা করা যাবে না।

শ্রীগৌরধাম সেবা

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী

নান্যদ্বদামি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি
নান্যদ্ব্রজামি ন ভজামি চাশ্রয়ামি।
পশ্যামি জাগ্রতি তথা স্বপনেঽপি নান্যৎ
শ্রীরাধিকারুচিবিনোদবনং বিনাহম্।।

অন্য কথা বলিব না
অন্য কথা শুনিব না
অন্য বিষয় চিন্তা কভু
আর করিব না।
অন্য কোথাও যাইব না
অন্য দেবে ভজিব না
অন্য কারও আশ্রয় কভু
আর লইব না।।
জাগরিত অবস্থাতে
এমনকি স্বপনেতে
রাধাকান্তিবিনোদ কানন
বিনা হেরিব না।।

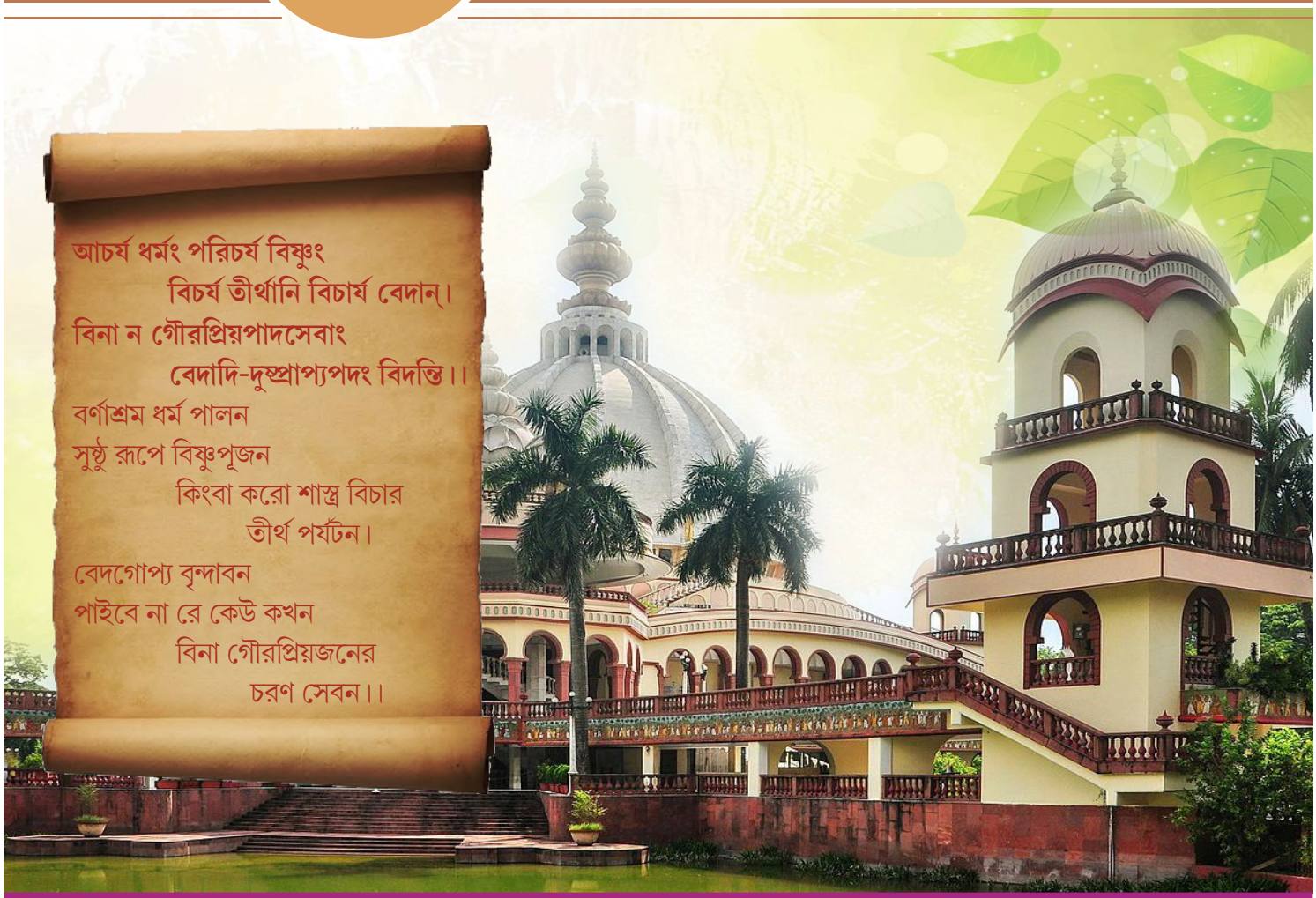

আপনি কি আপনার ব্যবসার আয় বাড়াতে আগ্রহী?

আজই ভগবৎ-দর্শন মাসিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন।

আগ্রহী ব্যক্তিগণ অবশ্যই যোগাযোগ করুন

9073791237

অথবা ই-মেল করুন **btgbengali@gmail.com**

এই মহান কাজের মাধ্যমে আপনার ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি ঘটান এবং ভগবানের কৃপা লাভ করুন।